NSHM udaan SKILLS FOUNDATION

আপনি কি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান? চোখ রাখুন পাঁচের পাতায়

www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৪

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

এ সপ্তাহের মুখ

হাবড়া থানার আইসি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ৪ পৌষ – ১০ পৌষ, ১৪২১ ঃ ২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.9, 20 December - 26 December, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

প্রশ্নের মুখে জাতীয় নিরাপত্তা

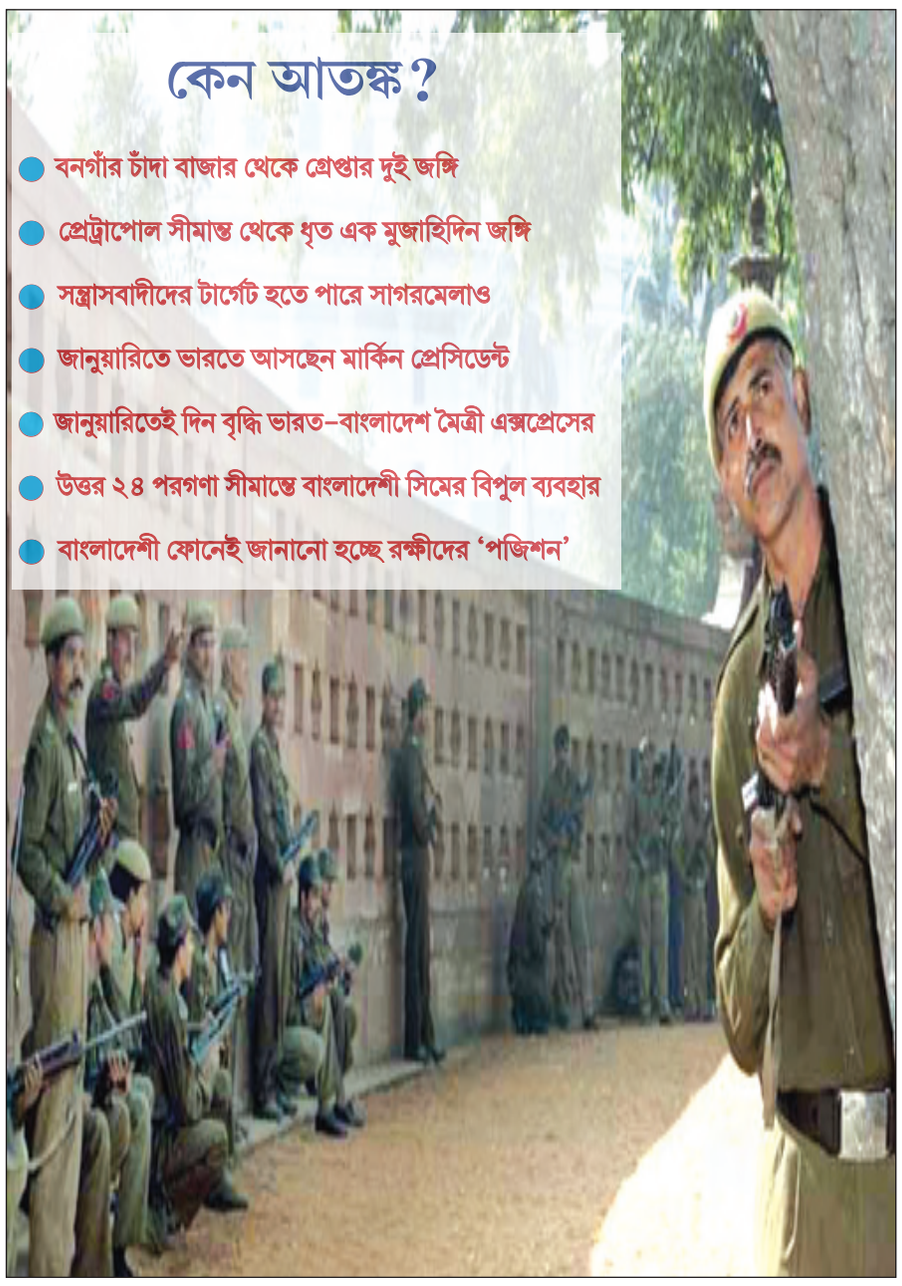

কেন আতঙ্ক?

- বনগাঁর চাঁদা বাজার থেকে গ্রেপ্তার দুই জঙ্গি
- প্রেট্রাপোল সীমান্ত থেকে ধৃত এক মুজাহিদিন জঙ্গি
- সন্ত্রাসবাদীদের টার্গেট হতে পারে সাগরমেলাও
- জানুয়ারিতে ভারতে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট
- জানুয়ারিতেই দিন বৃদ্ধি ভারত–বাংলাদেশ মৈত্রী এক্সপ্রেসের
- উত্তর ২৪ পরগণা সীমান্তে বাংলাদেশী সিমের বিপুল ব্যবহার
- বাংলাদেশী ফোনেই জানানো হচ্ছে রক্ষীদের 'পজিশন'

সীমান্তে বাংলাদেশী ফোনের রমরমা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

খাগড়াগড় কান্ডের জেরে বাংলাদেশের জামাতে জঙ্গিযোগ সামনে আসায় ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা জুড়ে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। এতকিছু সত্ত্বেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা দিয়ে এখনও গরুপাচার, চোরাচালান, অনুপ্রবেশ ঘটছে বলে অভিযোগ। আর এইসব বেআইনী কাজের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল ফোন। অভিযোগ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্ত এলাকায় কিছু কিছু অঞ্চলে অবাধে ব্যবহার হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের। যা মূলত গরুপাচারকারী, চোরা কারবারি, দালালরাই ব্যবহার করে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। কিন্তু এই সুযোগ যে জঙ্গিরা নেয়নি বা নিচ্ছে না, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায় না। যদিও এই সমস্যা সমাধান করা শুধু বিএসএফ বা জেলা পুলিশের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

এর আগে মুম্বইয়ে তোলা আদায় বা হুমকি ফোনের ক্ষেত্রে দুবাই বা অন্যান্য দেশের ফোনে সিমের ব্যবহারের উদাহরণ দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রেও খানিকটা সেইরকমই। যদিও এই বিষয়টা জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মূলত স্বরূপনগর সীমান্তে এই বাংলাদেশী গ্রামীণ ফোনের ব্যবহার বেশি। কিন্তু একটি অন্য দেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক আর একটি দেশে ধরে কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের দেশের একটি মোবাইল নেটওয়ার্ক সংস্থায় আধিকারিক অর্পণ কর বলেন, 'এটা কোথাও কোথাও সম্ভব। কারণ আমাদের দেশের সীমানা সব জায়গায় সোজা নয়। কোথাও বাংলাদেশের দিকে ঢুকে গেছে, আবার কোথাও ভারতের দিকে ঢুকে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে যেমন সীমান্তের কোথাও কোথাও বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক পাওয়া যেতে পারে। তেমনই আবার সে দেশেরও কোথাও কোথাও ভারতের মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু যারা বাংলাদেশী ফোন ব্যবহার করছে তাদেরকে কি ভারতীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ধরা সম্ভব? এর উত্তরে অর্পণবাবুর বক্তব্য, 'আমাদের মতো ফোন নেটওয়ার্কে বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক ধরা পড়বে না। এটা সম্ভব হতে পারে বিএসএনএল (বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড)–এর পক্ষে।' বাংলাদেশের গ্রামীন ফোন ব্যবহারের ব্যাপারে হাকিমপুরে এক চায়ের দোকানদার বলেন, 'আমাদের এলাকায় যারা চোরাচালান করে, তাদের সবার কাছেই বাংলাদেশের গ্রামীন ফোনের সিম রয়েছে। এতে কথা বলার খরচও কম।' কিন্তু ফোনের টাকা শেষ হয়ে গেলে আবার তা ভরে কি করে? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'যাদের সঙ্গে এরা কারবার করে, তারাই ফোনের টাকা শেষ হয়ে গেলে ভরে দেয়, এভাবেই চলে।' স্বরূপ নগরের কৈজুরি গ্রামের এক বাসিন্দা বলেন, 'শুধু চোরাচালানকারিরা নয়, লোক পারাপাকারি দালাল, গরুপাচারকারিরাও বাংলাদেশের ফোন ব্যবহার করে। আমাদের দেশের ফোনও বাংলাদেশে ব্যবহার হয়। ফোন ছাড়া লোক পারাপার, চোরাচালান হবেই না। কখন বিএসএফ কি অবস্থানে আছে, তা ফোনে বলে তারপর লেনদেনের সময় বা লোক পারাপারের সময় ঠিক করা হয়।' এ বিষয়ে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এটা আসলে টেকনিক্যাল বিষয়। তবে, এমনটা হওয়া উচিত নয়। এক দেশের নেটওয়ার্ক অন্য দেশে পাওয়ার কথা নয়। তবে এই বিষয়টা ভিএসএনএল কর্তৃপক্ষ ভাল বলতে পারবেন।' তবে, এই বিষয়ে কোনও অভিযোগ এখনও আসেনি, বলে ভাস্করবাবু উল্লেখ করেন।

জানুয়ারিতে জঙ্গি হানার ভ্রুকুটি ভারতে

কুনাল মালিক

গত বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক প্রতিটি নিরাপত্তা সংস্থাকে এক সতর্কবার্তায় জানিয়ে দিয়েছে আগামী জানুয়ারি মাসের মধ্যে ভারতে যে কোনো জায়গায় জঙ্গিহানা হতে পারে। দেশের সবকটি রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করা হয়েছে। ওই সময়ে ভারতে আসছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। পশ্চিমবঙ্গের এক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা আধিকারিক জানান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সতর্কবার্তা এই রাজ্যেও এসেছে। ট্রেন, বাস, মার্কেট কমপ্লেক্স, জনবহুল এলাকা, ধর্মীয় তীর্থস্থানে এই জঙ্গিহানা হতে পারে। সম্প্রতি পাকিস্তানে পেশোয়ারে স্কুলে শতাধিক শিশু তালিবানি জঙ্গি হানায় নিহত হওয়ার পর, এ রাজ্যের স্কুলগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি এ রাজ্যের বনগাঁর চাঁদা বাজার পাঁচ মাইল এলাকা থেকে জঙ্গি সন্দেহে আসরাফ আলি ও আজাদ আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয় মানুষজনই সন্দেহভাজন ওই দুই ব্যক্তিকে ধরিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষের অভিযোগ ওই দুই ব্যক্তির কাছে বেশ কিছু মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, জেহাদি বই, হিজবুল মুজাহিদিনের বিল বই, লাদেনের উত্তেজক বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপিংস পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে ভারতে ঢোকার সময়ে মহম্মদ বরকতুল্লাহ নামে এক জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক। প্রাথমিক অনুমানে জানা যাচ্ছে ওই ব্যক্তি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য। এই সব ঘটনায় সীমান্তে নজরদারিতে থাকা কেন্দ্রীয় উপকূল রক্ষীবাহিনী ও বিএসএফকে আরো তৎপর হতে বলেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। আগামী ৪ জানুয়ারি থেকে ভারত বাংলাদেশের মধ্যে যে মৈত্রী এক্সপ্রেস চলত তা সপ্তাহে ৪ দিনের থেকে বেড়ে ৬ দিন হচ্ছে। এর ফলে যাতে অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি না পায় সে ব্যাপারে বিএসএফকে সতর্ক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরদ্বীপে ব্যাপক পুণার্থী আসবে, কারণ এবার কোথাও কুম্ভমেলা নেই। ওই তীর্থ স্থানকে জঙ্গিহানার নিশানা করতে পারে জেহাদি গোষ্ঠী। তাই ইতিমধ্যে নদীপথের সর্বত্র জোরদার নজরদারির ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর এসেছে। মেলার আগে থেকে যাতে সাগরদ্বীপের জঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়তে না পারে, তার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জোরদার নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাগরদ্বীপে পুণার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও ভাবাচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে।

সতর্কতা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

গঙ্গাসাগর মেলা : এবার বিভিন্ন পয়েন্টে দায়িত্বে থাকবেন মন্ত্রীরাও

বিশ্বজিৎ পাল: গঙ্গাসাগর। সোমবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরকারি ভবনে আগামী গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক হয়। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সাগর কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সামিমা সেখ্, মহকুমা শাসক, আধিকারিকরা প্রমুখ। বৈঠক শেষে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী বলেন, ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি নিয়ে একটি বৈঠক হয় সমস্ত বিভাগীয় দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে। প্রতি বছরের মতন এ বছরও মেলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার। তবে বর্তমানে যা পরিস্থিতি সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। তিনি আরো বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে গঙ্গাসাগর মেলা পর্যন্ত পানীয় জলের সরবরাহ করা হবে পর্যাপ্ত আকারে। থাকবে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য মেডিকেল টিম। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এ বছর গঙ্গাসাগর মেলায় কেবলমাত্র তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা ছাড়া অন্য কোন কাজ করা যাবে না। সাংবাদিকদের কাজে কোনও রকম অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মনীশ গুপ্ত বলেন গঙ্গাসাগর মেলায় ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সাগর ব্লকের প্রায় জায়গায় বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে, আগামি দিনে মানুষের বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা বলেন এবার কুম্ভ মেলা নেই। তাই গঙ্গাসাগর মেলায় তীর্থযাত্রীদের ভিড় বাড়বে। মেলায় যাতে কেউ কোনও নাশকতামূলক কাজ না করতে পারে সেই বিষয়ে প্রশাসনকে চূড়ান্ত সতর্ক করা হয়েছে। পাখিরা অভিযোগ করে বলেন রামকৃষ্ণ থেকে করঞ্জলী কুলপি এবং হটুগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক পথের বেহাল অবস্থা। বহুবার রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে সংস্কারের জন্য জানিয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার আগে এই জাতীয় সড়ক পথটি যাতে সংস্কার হয়।

সে বিষয়ে ফের জানানো হয়েছে। এদিকে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ২০১৫ সালের গঙ্গাসাগর মেলার প্রাঙ্গণে দায়িত্বে থাকবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ মন্ত্রী মনীশ গুপ্ত। আর লট ৯–এর দায়িত্বে থাকবেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা এবং সংখ্যালঘু মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা।

বিশ্ব শান্তিতে মঙ্গলজয়ী ভারতের ভূমিকা কম নয়

পার্থসারথি গুহ

সম্প্রতি মঙ্গল অভিযানে সারা বিশ্বের কুলীন দেশদের সঙ্গে রীতিমতো টেক্কা দিয়ে জায়গা করে নিয়েছে ভারত। সারা দুনিয়ার কাছে এর ফলে এদেশের সম্মান একলাফে বেড়ে উঠেছে কয়েকগুণ। ভারত যখন উন্নততর বিশ্বের প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছে তখনই নিকটতম প্রতিবেশি দেশে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। এই পড়শি দেশটি ক্রমাগত পিছু হঠছে। পেশোয়ারে যে মৃত্যুলীলা আঘাত হেনেছে শৈশব এবং কৈশোরের ওপর তা ইঙ্গিত করছে মধ্যযুগীয় বর্বরতার। সব থেকে বড় কথা ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা পাকিস্তানের এই ঘটনা যথেষ্ট চিন্তায় রেখেছে ভারতকেও। কারণ বিশ্বায়নের রথে চেপে অগ্রসর হওয়ার সময় এই ধরনের বিপদ যে কোনও মুহূর্তে ঠেলে দিকে পারে ঘোর অন্ধকারের দিকে। একথা ঠিক ভারতের নয়া সরকার এই বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত। প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট স্তরে। তাও এই তালিবানি সংস্কৃতি যাতে আমাদের গ্রাস না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা এখন প্রতিটি ভারতবাসীর আশু কর্তব্য। আগে কোনও দেশ অপর দেশের ওপর সামরিক আগ্রাসন চালাত। এখন বেশ কিছুদিন ধরেই বিশ্বজুড়ে দানা বেধেছে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার। একটি দেশকে জোড় করে দখল না করেও অপসংস্কৃতির বীজ তাদের মধ্যে বুনে দিয়ে সহজে করায়ত্ত করা যায়। বিশেষ করে এই ধরনের সাংস্কৃতিক অপচক্রের শিকার হয় সাধারণ যুবসমাজ। খেয়াল করলে দেখা যাবে এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে যারা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে তুলে মারণলীলায় মেতে উঠেছে তাদের অধিকাংশই এই যুবসমাজের প্রতিভূ। তাই ফেসবুক, টুইটারের যুগে পাকিস্থানের এই বর্বরতা অবচেতনগত ভাবে গ্রাস করতে পারে এ দেশ সহ অন্যান্য যুব সম্প্রদায়কেও। আসলে তাণ্ডবকারীদের লক্ষ্যই থাকে এই যুবসমাজকে হাতে করে দুনিয়ার বুকে অচলাবস্থা কায়েম করা। সেই কাজে গরিবি, নানা ধরনের অভাব অভিযোগকে সুকৌশলে কাজে লাগানো হয়। ধর্মের বা ধর্মান্ধতার নামে এই পিছিয়ে পড়া অংশকে সহজেই হাতে করে নেওয়া যায়। তাই পাকিস্তানের বিপদ দেখে যদি এ দেশ নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করে তবে চরম মুর্খামি হবে। তাই পাকিস্তানের এই সঙ্কট থেকে সাবধান হয়ে এখন শান্তির বাণী তুলে ধরতে হবে মঙ্গল উত্তীর্ণ ভারতকেই।

এত সহজে সূর্যবাবুদের উত্তরণ সম্ভব নয়

ওঁকার মিত্র

২০০৯ সালের আগস্ট মাসের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। যেদিন গাইঘাটা সমবায় গ্রাহক সমিতির সম্পাদক অশোক দাস তাঁর অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, 'এতদিনে দুজন গ্রাহক টাকা না পেয়ে মারাও গিয়েছেন। তাছাড়া এখানে যাঁরা টাকা রাখতেন তাদের অধিকাংশই গরিব। কেউ রিক্সা চালিয়ে, কেউ বা লোকের বাড়তি কাজ করে এখানে টাকা জমাতেন। আর সেই টাকা না পেয়ে সমিতির অফিসে যেমন তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন, এতেও কাজ না হলে আমরা পরবর্তী কর্মসূচি কি নেওয়া হবে তা ঠিক করব।' একেবারে সরকারি ছাপের আড়ালে যেন সারদার মিনি সংস্করণ।

একসময়ের নামকরা গাইঘাটা সমবায় সমিতির দুহাজার গ্রাহক যখন সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ নিয়ে সমবায় দফতর থেকে মন্ত্রীর দোরে দোরে ঘুরছেন, সম্পাদকের প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, ২০০৯ সালের ১ জুলাই এআরসিএস–এর কাছে ডেপুটেশন দিচ্ছেন, সরকারি প্রতিনিধিরা যখন সমিতির ম্যানেজারের বিরুদ্ধে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ স্বীকার করে সমিতিতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। গ্রাহকরা যখন সুদ তো দূরের কথা ন্যূনতম আসল টাকার এক কিস্তিও পাচ্ছেন না, প্রশাসন থেকে মন্ত্রী যখন সব দেখে শুনেও দুর্নীতি আড়াল করার চেষ্টা করছেন তখন সূর্যবাবু কোথায় ছিলেন। কোথায় ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার ডাকসাইটে গৌতমবাবু। তখন তারা মন্ত্রীর গদিতে বসে সুখ ভোগ করছেন।

পাঁচ বছর আগের এই স্মৃতি উসকে উঠল ব্রিগেডে সূর্যবাবুদের সভায় দাঁড়িয়ে। আধুনিক কায়দায় যখন অনুপস্থিত গৌতমবাবুর বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপিংস চলছিল তখন পর্দায়

গাইঘাটা সমবায় সমিতির সেই প্রতারিত গ্রাহকদের মুখগুলি ভেসে উঠছিল। অবশ্য কী বা করবেন সূর্যবাবুরা। তখন কি আর ভাবতে পেরেছিলেন তাঁদের আমলে ভূমিষ্ট হওয়া সারদা সংস্থার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে হবে, প্রতারিত আমানতকারীদের পক্ষে চোখের জল ফেলতে হবে? কিন্তু স্মৃতি বড় বিষমবস্তু। সময়ে সময়ে তা জেগে ওঠে প্রকৃত ছবিটাকে স্পষ্ট করে তুলতে।

তাহলে প্রকৃত চিত্রটা কি? সেটা হল সূর্যবাবু, বিমানবাবুদের মিটিং মিছিল, সভা, উদাত্ত ভাষণ আরও এক প্রতারণার জল দিচ্ছে। আজকের প্রতারিতদের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আমলের প্রতারিতদের যন্ত্রণা বাড়াচ্ছেন। প্রকৃত পক্ষে গত বামফ্রন্ট আমলে সমবায় আন্দোলনের নামে সরকারি সাহচর্যে গজিয়ে ওঠা সমবায় সমিতি ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি হয়ে উঠেছিল প্রতারকদের লীলাক্ষেত্র। ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়েছে মন্ত্রী আমলাদের টেবিলে। সব অভিযুক্ত সমিতি ব্যাঙ্ক একসঙ্গে করলে প্রতারিতদের সংখ্যা দাঁড়াবে কয়েক লক্ষ, আত্মসাতের পরিমাণ দাঁড়াবে কোটি কোটি টাকা। কিন্তু বামেদের বিপ্লবী নেতা–মন্ত্রী সব চেপে গেছেন কারণ এগুলো ছিল কমরেডদের করে খাওয়ার হাতিয়ার। পুরোনো অভিযোগগুলি ধুলো ঝেড়ে নামিয়ে তদন্ত করলে আরও এক প্রতারণার আগ্নেয়গিরি বাংলায় জেগে উঠবেই।

সারদায় অভিযুক্তদের পক্ষে যুক্তি দেওয়ার জন্য বাম আমলের কেলেঙ্কারি এই ঝাঁপি খোলা নয়। একটু ফাঁক করে সূর্যবাবুদের শুধু বোঝানো যে ঘোলা জলে মাছ ধরে লাভ নেই। সেদিন শীতের পড়ন্ত বেলায় সূর্য–বিমান–গৌতমদের গলায় সেই ৬০–৭০ দশকের সুর। গলা কাঁপিয়ে বর্তমান শাসকদলের বিরুদ্ধে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ডাক। তফাত শুধু একটাই, সেদিনের বামেরা ছিলেন নিষ্কলঙ্ক, আজ তাদের সারা শরীরে ক্ষমতার কালি। মানুষের বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা অত সহজ নয়। অতীতের সব প্রশ্নের, সব যন্ত্রণার উত্তর দিয়েই সূর্যবাবুদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সে সম্ভাবনা এত শীঘ্র তৈরি হওয়া অসম্ভব।

শেয়ারে বাজারের প্রতিটি কারেকশনে লগ্নি বাড়াতে হবে ধাপে ধাপে

শুদ্ধাশিস গুহ

বেশ কিছুদিন একটানা বাড়ার পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে এক বড়োসড়ো কারেকশন বা সংশোধনী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এতটা বাড়ার পর কবে এই সংশোধনী

আসবে তা নিয়ে বেশ কিছুদিন মার্কেটে ফিসফাস চলছিল। তাও বাজার খুব একটা নীচে আসছিল না। মনে করা হচ্ছিল বাজার বুঝি আরও ওপরে অবস্থান করবে। কারণ নীচে আসার মতো কোনও কারণ বাজার খুঁজে পাচ্ছিল না। ঠিক এই অবস্থাতেই হঠাৎ করে বেশ কয়েকটি খবর বাজারকে নাড়া দিয়ে গেল। মানে পতনের দিকে ধাবিত করতে সাহায্য করল। এর মধ্যে প্রধান যে ব্যাপারটি রয়েছে তা হল বিশ্ব বাজারে অর্থাৎ আমেরিকা এবং ইউরোপ জুড়ে হঠাৎ করেই বাজারের নীচের দিকে আসতে থাকা। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের বাজারেও ডামাডোল দেখা দিয়েছে। আমেরিকার প্রধান সূচকত্রয় ডাও জোন্স, ন্যাসড্যাক এবং স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর যথেষ্ট নিচে চলে গিয়েছে। মানে যে উচ্চতায় এই মার্কিন সূচকগুলি ছিল তার অনেকাংশ নিচে এখন এদের অবস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার ওপর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আগামী দিনে আমেরিকার প্রধান ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াবার একটা ভীতিও কাজ করছে। মনে রাখতে হবে এর ফলে কিন্তু ভারত তথা যেসব দেশে এইসব বিদেশিরা পুঁজি লাগান তারা হঠাৎ করে টাকা তুলে নিতে পারেন। যার দরুণ ভারতের ইনডেক্স অনেকটাই তলিয়ে যেতে পারে। এই যে কিছুদিন আগে ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্স তাদের সর্বোচ্চ উচ্চতা যথাক্রমে ৮৬০০ এবং ২৮ হাজারের ওপর চলে গিয়েছিল তার প্রধান বদান্যতা অবশ্যই বিদেশি লগ্নিকারী বা এফ–২দের ওপর ভর করে। এরা যদি ভারতের বাজার থেকে তাদের টাকা তুলে নেন তবে মার্কেট পড়তে বাধ্য। এই ভীতিতেই আবার ভারতের যেসব ট্রেডিং ইনস্টিটিউশন আছে তারাও বেচতে শুরু করেছে।

বিদেশিরা যখন ভারতের বাজারে ভরপুর কিনছিল তখন কিন্তু অনেক সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলছিল ডোমেস্টিক লগ্নিকারীরা। ৮৩০০–র ওপরে বাজার যাওয়া মাত্রই এরা বেচায় মনোনিবেশ করেছিল। কারণ এরা হল অনেকটা ঘর পোড়া গরুর মতো। সিঁদুরে মেঘ আকাশে ঘনীভূত হলেই এরা সাবধান হয়ে যায়। এবারেও তার ব্যাতিক্রম হয়নি। আসলে ২০০৮–০৯ সালের রিসেশন থেকে এরা অনেকটাই শিক্ষা নিয়েছে। সেসময় বিদেশিদের তালে তালে এরাও প্রচুর কেনাকাটা করত। পরে বিদেশিরা যখন সময়ে বুঝে তাদের মাল বেচতে শুরু করত তখনও এরা খরিদারিতে মন দিত। এর ফলে যা শিক্ষা পাওয়ার তা পেয়েছে এই ডোমেস্টিক বা অভ্যন্তরীণ ট্রেডাররা। সবথেকে বড় কথা এই ডোমেস্টিকরা যেসব মিউচুয়াল ফান্ড খুলে রেখেছে তারা সাধারণ মানুষের লগ্নি করা টাকা বাজারে খাটায়। ফলে বাজার পড়ে গেলে এদের ক্রেতাদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এখন ভালো মাপের লাভ পেতে শুরু করলেই এরটা বেচতে শুরু করে দেয়। গত এক–দুমাসে ভারতীয় শেয়ার বাজার যখন তেড়েফুঁড়ে বেড়েছে তখনও এই দেশিয় লগ্নিকারীরা বেচার ভূমিকাতেই বেশি থেকেছে। বরং এদের জায়গায় কেনাকাটার তুফান তুলে দিয়েছিলেন বিদেশিরা। এফ–আইআইদের ওপর ভর করেই ভারতের বাজার সাম্প্রতিক সময়ের সবথেকে ভালো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। তালটা কেটে গেল গত এক সপ্তাহ ধরে। ভারতীয় নিফটি তার সর্বোচ্চ উচ্চতা অর্থাৎ ৮৬৫০ থেকে পড়তে পড়তে চলে এসেছে প্রায় আট হাজারের ঘরে। বুধবার একসময়ে স্পট নিফটি সেই আট হাজারের ঘর ভেঙে দিয়েছিল যদিও সেখান থেকে হঠাৎ করে শর্ট কভারিং চলে আসায় বাজার প্রতিকূলতা কাটাতে সক্ষম হয়। তবে এটা যথেষ্ট কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। অনেকে মনে করছেন ভারতীয় শেয়ার বাজার নাকি সাত হাজারের কাছে পিঠে চলে আসতে পারে। আশার কথা এই মনোভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অনেকটাই কম। বেশিরভাগ আর্থিক বিশেষজ্ঞের মত হল ভারতীয় শেয়ার বাজার আর খুব বেশি পড়বে না। বরং এই ৭৮০০ যেটা গত সেপ্টেম্বর মাসের নিম্ন অবস্থান সেই জায়গায় বড়জোর যেতে পারে ভারতীয় নিফটি। সেনসেক্স হতে পারে ২৩–২৪ হাজার। এই অংশের কথা যদি মিলে যায় তাহলে এখন ভারতীয় বাজার যে সুযোগ দিচ্ছে নিচের লেবেলে চলে এসে তাতে করে উৎসাহভরে নিচে আসা ভালো স্টক এইসময়ে কিনে রাখা উচিত। বিশেষ করে যারা দীর্ঘমেয়াদি লগ্নিতে বিশ্বাসী তার এই সময়ে যতটা সম্ভব ভালো কোম্পানির শেয়ার কিনে রাখতে পারেন। তবে এই খরিদারির ক্ষেত্রে সবার আগে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ব্যাঙ্কিং সেক্টরকে। কারণ যেভাবে দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমছে তাতে করে খুব বেশিদিন হয়তো আর সুদের হার কমানোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। গত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সুদ কমানোর

অর্থনীতি

একটা আশা ছিল মার্কেট জুড়ে। তা হয়নি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি চেয়েছিলেন সুদের হার কামনো হোক। কর্ণপাত করেননি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনর রঘুরাম রাজন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে মুদ্রাস্ফীতি যতদিন না পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসছে ততদিন পর্যন্ত তিনি সুদ কমানোর রাস্তায় হাঁটবেন না। কারণ তাঁর কাছে দেশের সাধারণ মানুষের গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গর্ভনরের সঙ্গে অর্থমন্ত্রীর এই চাপানউতোর মনে করাচ্ছে বিগত ইউপিএ সরকারের কথা। প্রসঙ্গত সেসময়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী চিদম্বরমের সঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তখনকার গর্ভনর সুব্বারাওয়ের প্রচুর মতবিরোধ ঘটেছিল। তার ফলে সেসময়েও একইভাবে সুদের হার কমেনি। দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্ক সুদের হার না কমানোয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি। দিনের পর দিন তাদের বেশি টাকা খরচ হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে। এবারেও কদিন আগে যে জিডিপি পরিসংখ্যান এসেছে তাতে এই নগ্ন চিত্রটাই আবার পরিস্ফুট হয়েছে। শিল্পোৎপাদনের হার রীতিমতো তলানিতে এসে ঠেকেছে। এমতাবস্থায় সুদের হার কমানোই একমাত্র রাস্তা ভারতের অর্থনীতির মানোন্নয়নে। আগামী মার্চের মধ্যে আশা করা যাচ্ছে সুদের হার কমানোর রাস্তায় হাঁটবে ভারতের শীর্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। যদি এর মধ্যে সুদ না কমে তবে বিদেশিরা কিন্তু ভারতীয় বাজার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব নেবে এবং তাদের যাবতীয় লগ্নি এখান থেকে তুলে নেবে। এই ভয়টাই এখন ভারতীয় অর্থনীতির কারবারিদের ভাবাচ্ছে। কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যা মতিগতি তাতে সুদের হার যে কমবেই তা বুক ঠুকে বলা যাচ্ছে না। আর যতদিন না পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার তথা অর্থনীতি বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন গুজরান করবে। উল্লেখ্য, জাপান এবং চিনে তাদের শীর্ষ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমানোর রাস্তা নিয়েছে। তবে সেখানে মুদ্রাস্ফীতি এতটা বড় বিপদ নয়। বরং ভারতের ক্ষেত্রে বরাবর মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারটা সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় অর্থনীতিকে টেনে তুলতে আরও কিছু ঘটনা অনুঘটকের কাজ করতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দেশের সরকারের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। মোদি সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর আর্থিক সংস্কারের ব্যাপারে অনেকটাই ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছিল। ক্ষমতায় আসার বেশ কিছুদিন কেটে গেলেও এখনও মোদি সরকার সেই ব্যাপারে খুব একটা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেনি। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে লোকসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা থাকলেও রাজ্যসভায় তাদের সেভাবে জোর নেই। তাই বিরোধীরা বিমা বিল সহ বেশ কিছু উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপে বাধা দিচ্ছে। যদিও এই যুক্তি মানতে রাজি নন এদেশে লগ্নি করতে আসা বিদেশিরা। তাদের কাছে কাজই সব থেকে বড়ো পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার আর্থিক সংস্কারের ব্যাপারে বিজেপির থেকে কংগ্রেসও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ইউপিএ–২এর আমলে এই ব্যাপারটা বেশ নজরে এসেছে। চিদম্বরম অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন এফডিআই সহ অনেকগুলি বিষয় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তাই বিজেপি যদি কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে যাবতীয় ইগো ঝেড়ে ফেলে উদ্যোগী হয় তবে আর্থিক সংস্কার সঠিক পথ পাবে। এটাই মনে করছেন আর্থিক বিশেষজ্ঞরা। আর একবার সংস্কারের পথ ঠিকমতো চালু হয়ে গেলে দেশে বিদেশি লগ্নী আসা খুব একটা সমস্যায় পড়বে না। সেদিকেই নজর রেখে এগোতে চাইছেন ভারতীয় বাজারে নিবেশকারী বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলি। সরকারের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হবে সামনের বছর বাজেটের পর। সেই বাজেটে সরকারের সংস্কারমুখী মনোভাব উঠে আসবে কিনা সেই চালচিত্রটাও ফুটে উঠবে। এসব নিয়েই এখন আবর্তিত হবে ভারতীয় অর্থনীতি। তাই শেয়ার বাজারের প্রতিটি পতনে লগ্নীর আদর্শ সময় মনে করে টিকে থাকতে হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৪

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তারা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ১৮ ও ১৯ এপ্রিল

২০১৫–র জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা ১৮ ও ১৯ এপ্রিল। ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, আর্কিটেকচার, মেডিক্যাল, ডেন্টাল ও ফার্মাসির গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি কোর্সের ২০১৫–১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষা নেবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ড। পড়া যাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি ও বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি, মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে।

পরীক্ষার সূচি : ১৮ এপ্রিল ১৫০ নম্বরের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের পরীক্ষা বেলা ১টা থেকে বিকাল ৪টে। ১৯ এপ্রিল ১০০ নম্বরের অঙ্কের পরীক্ষা বেলা ১২টা থেকে দুপুর ২টো এবং ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রির ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দুপুর ৩টে থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।

আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স ও ম্যাথমেটিক্স এবং সহযোগী বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা বায়োটেকনোলজি বা বায়োলজি বা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল বিষয় (ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা কম্পিউটার সায়েন্স) নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশরা ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজি পরীক্ষার বসতে পারবেন। মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) নম্বর থাকতে হবে। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিই বা বি টেক পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও ম্যাথমেটিক্স পড়ে থাকতে হবে এবং উচ্চমাধ্যমিকে এই বিষয়গুলিতে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর থাকতে হবে। সবার ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর থাকা দরকার।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানে ফার্মাসি পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়তে হবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি। সহযোগী বিষয় হিসেবে থাকতে হবে অঙ্ক বা বায়োলজি বা বায়োটেকনোলজি বা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল বিষয় (ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা কম্পিউটার সায়েন্স)। মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ (তফসিলি, ওবিসি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ) ও ইংরেজিতে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসি কোর্স পনার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক থাকতে হবে। এবং এই বিষয়গুলিতে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ (তফসিলি ওবিসি, দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫৫ শতাংশ) নম্বর এবং ইংরেজিতে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।

মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও অঙ্ক মিলিয়ে মোট ৬০ শতাংশ ও প্রতি বিষয়ে পাশ নম্বর থাকতে হবে। সেইসঙ্গে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর থাকা দরকার।

আর্কিটেকচার (বি আর্ক) পড়ার জন্য উচ্চমাধ্যমিকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে ফিজিক্স ও অঙ্ক ও সহযোগী বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা বায়োটেকনোলজি বা বায়োলজি বা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল বিষয় (ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা কম্পিউটার সায়েন্স) পড়ে থাকতে হবে। মোট নম্বর ৫০ শতাংশের বেশি নম্বর থাকতে হবে। কাউন্সেলিংয়ের সময়ে নয়াদিল্লির কাউন্সিল অব আর্কিটেকচার পরিচালিত ন্যাশনাল অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন আর্কিটেকচার (নাটা) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে।

বয়স : ইঞ্জিনিয়ারিং বা টেকনোলজির কোর্সের ক্ষেত্রে ৩১–১২–২০১৪ তারিখে ন্যূনতম বয়স হতে হবে ১৭ বছর। বয়সের উর্ধ্বসীমা নেই। মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের ক্ষেত্রে ৩১–৭–২০১৪ তারিকে বয়স ২৫ বছরের বেশি হলে চলবে না।

ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি মিলিয়ে মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলিদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ, ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) এবং ইংরেজিতে অন্তত ৩০ শতাংশ নম্বর থাকলে এম বিবি এস বা বিডিএস পড়ার জন্য পরীক্ষায় বসা যাবে।

বয়স : ৩১–১২–২০১৪ তারিখে বয়স হতে হবে অন্তত ১৭ বছর বয়সের উর্ধ্বসীমা নেই।

সবক্ষেত্রেই যাঁরা উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুলের ফাইনাল পরীক্ষায় বসবেন তাঁরা আবেদনের যোগ্য।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। www.wbjeeb.nic.in ২২ ডিসেম্বর থেকে অনলাইন আবেদন করা যাবে।

ইনফর্মেশন ব্রোশিওর, অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই।

তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানাতেল। ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড, এ কিউ–১৩/১, সেক্টর ফাইভ, সল্টলেক, কলকাতা–৭০০ ০৯১। ফোন : ২৩৬৭ ১১৯৮/ ১১৯৯/ ১১৫৯/ ১১৪৯। টোল ফ্রি নম্বর : ১৮০০৩৪৫০০৫০।

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা যোগ্য ঠিকাদারদের অবগত করা হচ্ছে যে, এন.আই.টি. নং ২০৮৯, ২০৯০, ২০৯১, ২০৯২, ২০৯৩,২০৯৪ তারিখ ১৭/১২/২০১৪ এ ৮ টি রাস্তা রিপেয়ারিং, একটি কালভার্ট রিপেয়ারিং এর টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এছাড়া এন.আই.টি নং ৩/কুল/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/২০১৪ তারিখ ১৮/১২/২০১৪–এ একটি রাস্তা নির্মাণের ই–টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ বিবরণের জন্য ০৬/০১/২০১৫ তারিখ বেলা ৪.০০ টা পর্যন্ত কাজের দিনে কুলতলী নির্বাহী আধিকারিকের করণে যোগাযোগ করুন। ই–টেন্ডার–এর জন্য wbtenders.gov.in**–এ যোগাযোগ করুন।**

নির্বাহী আধিকারিক
কুলতলী পঞ্চায়েত সমিতি
জামতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

2103/ 19.12.14

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)

রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার

(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)

হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩

ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১

পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।

বেসিক ও ডিপ্লমা সহ IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'আলিপুর বার্তা'র শীর্ষ সংবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'হিন্দু ধর্মের প্রচলন'–এর পরিবর্তে পড়তে হবে 'হিন্দু শব্দের প্রচলন'। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

বিশ্বের বিস্ময়, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ দর্শন করুন। ৫ থেকে ৫০ জন পর্যন্ত গ্রুপ ট্যুরের সুব্যবস্থা আছে।

পৃথা ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট, ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

যোগাযোগ করুন

৯২৩২১১২৬২৯/

৯৮৩৬৬৩৪৮৮৬/ ৯৫৯৩৪৫০৪৫৩

ই–মেল: prithatravels@gmail.com

স্বচ্ছ ভারত গড়ে তুলুন

বাস উল্টে নয়ানজুলিতে, মৃত ৩, জখম ২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ডহারবার: এক মর্মান্তিক পথ–দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাসের চালক–সহ ৩ জনের। গুরুতর জখম আরও ২৫ জন। জখমদের ডায়মন্ড হারবার ও কলকাতার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের বিবেকানন্দ মোড়ে। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় মানুষের চাপে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ হয়ে যায় কাকদ্বীপ–পাথরপ্রতিমা রোড। মৃতেরা হলেন চালক তাপস দত্ত (৪২) ডায়মন্ড হারবারের কলাগাছিয়ার বাসিন্দা। মৃত্যু হয়েছে পাথরপ্রতিমার ব্রজবল্লভপুরের দম্পতি শুভেন্দু বেরা (৩৪) ও অসীমা বেরা (৩২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রের খবর, এস ডি ১৯, ধর্মতলা–পাথরপ্রতিমা রুটের বাসটি গঙ্গাধরপুরের দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে কয়েকজন পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে। বাস উল্টে গিয়ে পড়ে নয়ানজুলিতে। উল্টে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চালক বাসের মধ্যে আটকে যায়। চাপা পড়ে যায় বাসে থাকা জনা তিরিশ যাত্রী। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারে হাত লাগায়।

বাসের চালককে মৃত অবস্থায় বের করেন স্থানীয়রা। বাকি জনা ২৫ যাত্রী জখম হয়। এদের প্রথমে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় ডায়মন্ড হারবারে। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে মৃত্যু হয় দুজনের। ডায়মন্ড হারবারে ভর্তি ৭ যাত্রী।

কলকাতার এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়েছে ৩ যাত্রীকে। প্রত্যক্ষদর্শী সুপ্রকাশ বেরা বলেন, কয়েকজন রাস্তা পার হচ্ছিল। তাঁদের বাঁচাতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে উল্টে যায়। চালক ঘটনাস্থলে মারা যায়। বাকিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুর্ঘটনার পর প্রচুর সাধারণ মানুষ ভিড় জমান। ভিড়ের চাপে বন্ধ হয়ে যায় বাস চলাচল। কাকদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সন্ধের সময় বাসটি ক্রেন এনে উদ্ধার করা হয়।

টুকরো–টাকরা

মানসিকতার সম্মান

অন্তরা সুতার : বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে ৭ ডিসেম্বর বেহালায় প্রতিবন্ধীদের নিয়ে পদযাত্রার আয়োজন করা হয় বোধায়ন, বেহালা ব্লাইন্ড স্কুল, লায়ন্স ক্লাব থেকে আসা প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়েদের হুইল চেয়ার, ব্লাইন্ড স্টিক ও কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা বেহালা ১৪ নম্বর ওয়েল ফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার অমিত বায়েন জানান, ''দুঃস্থ মানুষ ও পথ শিশুদের ছাড়াও আমরা সারা বছর বিভিন্ন রকম সামাজিক কাজ করে থাকি।'' ওই একই দিনে সংস্থার তরফ থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তিনজন মানুষকে সেরা মানসিকতার সম্মানও দেওয়া হয়।

সেরা মানসিকতার সম্মান

ব্যক্তির নাম	বাসস্থান	কাজের বিবরণ
বাসবী চট্টোপাধ্যায়	সামালি	অনাথ শিশুদের সেবা করা।
গাজী জালালউদ্দিন	সুন্দরবন	দুঃস্থ শিশুদের জন্য বিদ্যালয় তৈরি করেন।
শেখ সইদুল ইসলাম	বারুইপুর	বিনামূল্যে চিকিৎসার হাসপাতাল তৈরি করেন।

দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: শনিবার বিকালে ক্যানিং থানার মিঠকালী এলাকায় এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম হোসেন সরদার (২৫)। বাড়ি কুঁজিপাড়া গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে কুঁজিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা হোসেন সরদার বেশ কিছু দিন ধরে নিখোঁজ ছিল। এদিন বিকালে বেশ কিছু স্থানীয় মানুষজন মিঠাখালি এলাকায় একটা বস্তাবন্দি পড়ে থাকতে দেখে। তাদের সন্দেহ হলে তারা ক্যানিং থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তারা বস্তা থেকে দেহ উদ্ধার করে।

সিঙ্গুর বইমেলা শুরু হল

মলয় সুর, সিঙ্গুর : সিঙ্গুর যুব সংঘ ফুটবল ময়দানে গত ১৩ ডিসেম্বর শুরু হয়েছে ১৮তম 'সিঙ্গুর বইমেলা'। চলবে ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বইমেলা প্রাঙ্গণের নামকরণ করা হয়েছে কালজয়ী সাহিত্যিক উইলিয়ম

সেক্সপিয়রের ৪৫০তম জন্মবার্ষিকী ও চলচ্চিত্র স্রষ্টা চার্লি চ্যাপলিনের ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে। মূল সাংস্কৃতিক মঞ্চের নাম হয়েছে প্রবাদ প্রতিম অভিনেত্রী মহানায়িকা সুচিত্রা সেন এবং খ্যাতনামা নাট্যমঞ্চ পরিকল্পক খালেদ চৌধুরী স্মরণে। এই বইমেলার উদ্যোক্তা সিঙ্গুর বইমেলা উন্নয়ন কমিটি। উদ্বোধন করলেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক প্রচেত গুপ্ত, বিশিষ্ট সাহিত্যিক কিন্নর রায় ও নাট্যকার চন্দন সেন। সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গত কয়েক বছর যে মাঠে বইমেলা হয় এবার তাঁর পরের মাঠে জাতীয় ও রাজ্যের নামি প্রকাশকরা বইয়ের স্টল দিয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিজ্ঞান প্রদর্শনী। রয়েছে লিটল ম্যাগাজিনের স্টলও। প্রস্তুতি কমিটির কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ বসাক বলেন, মেলায় আসা বই ক্রেতাদের ৫ শতাংশ ছাড় আলাদাভাবে দেওয়া হয়। এতে বই বিক্রি করে বিক্রেতারা দারুণ সাড়া পাচ্ছেন। গত বছরেই ১৭ লাখ টাকার বিক্রিবাটা হয়েছে। বিকালের থিকথিকে ভিড় বুঝিয়ে দিল মানুষ ভরিয়ে তুলবেন মেলাপ্রাঙ্গণ।

অনাস্থা ভোটে জয়ী তৃণমূল

বিশ্বজিৎ পাল, কুলপি: শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি থানার রাজারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনাস্থা ভোটে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। এই পঞ্চায়েতের মোট ১৮টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পায় ১০টি এবং সিপিএম ৮টি। রাজরামপুর পঞ্চায়েত এতদিন সিপিএম পরিচালিত ছিল। পঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান জয়দেব করণের বিরুদ্ধে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য অনাস্থা ডাকে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা। এই পঞ্চায়েতে সিপিএমের আসন ছিল ১০টি, তৃণমূলের ৮টি। এদিন অনাস্থা ভোটে উপস্থিত ছিলেন কুলপি ব্লকের বিডিও–র প্রতিনিধি দল। দুপুরে অনাস্থা ভোটে সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য রীতা দাস, রিয়াজউদ্দিন সরদার, তৃণমূলের পক্ষে ভোট দিলে জয়ী হয় তৃণমূল কংগ্রেস। কুলপি ব্লক সহ সভাপতি তৃণমূলের প্রদ্যুৎ নস্কর বলেন এ জয় মা মাটি মানুষের জয়। সিপিএম পরিচালিত এই পঞ্চায়েত দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছিল। আগামী দিনে তৃণমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েত মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এলাকার সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ করবে। কুলপি কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার বলেন, সকলকে নিয়ে কাজ করতে হবে।

খেয়াদার চোলাই বিরোধী সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিষ মদ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার চলেছে বেশ অনেকদিন ধরে। থানা থেকে শুরু করে এলাকার বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনগুলি চোলাই মদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন কোনও সাড়া পড়েনি। এবার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়ে চোলাই মদের বিরোধিতা করে রুখে দাঁড়ালো খেয়াদা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত দক্ষিণ তিহুরিয়ার বাসিন্দারা। চোলাই মদ খেয়ে ১০–১৫ জনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। এখানে সম্প্রতি দক্ষিণ তিহুরিয়া সংঘর্ষের কর্তা সুনীল গুপ্ত চোলাই মদের বিরুদ্ধে একটি সভার আয়োজন করেন। সেখানে উপস্থিত থাকে খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোরাচাঁদ নস্কর এবং আফগারি দপ্তরের আধিকারিক (সোনারপুর) জয়ন্ত বোস। সেদিন এই প্রত্যন্ত গ্রামের মাটির রাস্তার উপরে ছোটো প্লাসটিকের টেবিল পেতে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে যেভাবে চোলাই বিক্রেতাদের হুমকি দিতে শুরু করলেন সংঘের কর্তারা তা দেখে মদ্যপ স্বামীদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সামিল হয়েছিলেন মহিলারাও। জয়ন্তবাবু বলেন, 'এখানে আমি কিছু চোলাই বিক্রেতাদেরকে গ্রেফতার করেছি, বড় কেস দিয়ে জেলে পাঠিয়েছি।

কিন্তু এতে এই সমস্যা মিটবে না। গৃহ বধূদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা এগিয়ে আসুন। স্বামীরা মদ খেয়ে অত্যাচার করলে আমায় সরাসরি ফোন করে জানান। তুলে নিয়ে গিয়ে উচিৎ শিক্ষা দেবো। আমি সবসময় আপনাদের পাশে আছি। প্রধান বলেন, 'আমি শুনেছি কিছু লোক এখানে চোলাই বিক্রি করছে। আমি তাদের সাবধান করে দিচ্ছি তারা যদি এই চোলাই ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ভালো রাস্তা ধরে তাহলে ভালো নচেৎ আমি খুব কঠিন হতে বাধ্য হব'। অনুষ্ঠান শেষে ঘোষণা করা হয় যেসব চোলাই বিক্রেতা সভায় এসে এই ব্যবসা ছেড়ে দেবার লিখিত অঙ্গিকার করবেন তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত চার চোলাই ব্যবসায়ী এই ডাকে সাড়া দেন।

পণ প্রথার বিরুদ্ধে যাত্রাপালায় বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : সুন্দরবনে আজও প্রতিদিন পণের বলি হতে হয় অনেক মেয়েকে। কন্যা সন্তান জন্মানোর পর চিন্তা বাড়ে বাবা–মায়ের। সেই প্রেক্ষাপটে খোদ পাথরপ্রতিমার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সমীর জানা যাত্রাপালার অভিনয়ের মাধ্যমে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। সোমবার রাতে পাথরপ্রতিমা কলেজ মাঠে বসেছিল সেই পালার আসর। পালার নাম 'নাচ ঘরের কান্না'। রামকৃষ্ণ যাত্রা ইউনিট এই পালার পরিচালনা করেন।

নির্দেশনায় ছিলেন সমীরবাবু। পেশায় শিক্ষক সমীরবাবুর যাত্রার প্রতি অনুরাগ দীর্ঘদিনের। বিধায়ক হওয়ার আগেও রীতিমত দল তৈরি করে যাত্রা করতেন। পরে বিধায়ক হওয়ার পর হয়ত কিছুটা খামতি পড়েছে। বেশ কয়েক মাস আগে থেকে রীতিমত রিহার্সাল চলে পালার। এদিন শীতের রাতে এলাকার প্রায় কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন যাত্রা দেখার জন্য। সমীরবাবু নায়িকা নন্দিনীর বাবা গুরুদাস ভট্টাচার্যের চরিত্রে অভিনয় করেন। গুরুদাস চরিত্র গরিব প্রতিবাদী বাবার। মেয়ের বিয়ের পণ দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হতে হয় প্রতিদিন। গরিব বাবা পণের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে। ভুল করে নিজের মেয়েকে খুন করে ফেলে বাবা। পুরো যাত্রাপালায় সমীরবাবু বেশ সাবলীল ছিলেন। তাঁর সংলাপে হাততালিও পড়ে প্রচুর। সমীরবাবু নিজে জানালেন 'আমি ছোট থেকে যাত্রার অনুরাগী। নিজে চুটিয়ে অভিনয় করতাম। এখন আবার আসরে নেমেছি। পণ প্রথার বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের সচেতন করার জন্য অভিনয় করলাম। আমি চাই রাজ্যে পণ প্রথার মত ব্যাধি বন্ধ হোক।''

সোনারপুর থানা সমন্বয়ের পুজো সম্মান

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার, সোনারপুর থানার সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ২০১৪ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের এবং সঙ্গীত শিল্পীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই সঙ্গে দুর্গা পুজোও শ্যামা পুজোর শ্রেষ্ঠ সম্মান পুরস্কার পেলেন পুজা কর্তারা। ১৪ ডিসেম্বর রাজপুরে রবীন্দ্রভবনে সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিলো। এই গানের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে দর্শকদের মন জয় করেছেন 'সা রে মা গা' চ্যাম্পিয়ন কুশল পাল ও অন্বেষা দত্ত। সেদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ মহারাজ, বারুইপুর মহকুমা শাসক পার্থ আচার্য, বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপক সরকার, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুমন মজুমদার, সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়, সোনারপুর পঞ্চায়েত সভাপতি তরুণ মণ্ডল, সোনারপুর উত্তর বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, থানা সমন্বয় কমিটির সম্পাদক নজরুল আলি মণ্ডল এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে ছিলেন সংগীত শিল্পী সৈকত মিত্র। এছাড়া পুজা পরিক্রমা বিচারকের ভূমিকা যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা ও প্রাক্তন পৌরপিতা ডাঃ পল্লব দাস। অনুষ্ঠানে সাহায্যের জন্য নজরুল আলি মন্ডলের প্রশংসা করা হয়েছে বারবার। এছাড়া সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রমোটার বিজন মজুমদার ও বসন্ত শেঠিয়া। আই সি অনিল রায় দুটি গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তিনি বলেন, সোনারপুরে আমি ৯ মাস হল এসেছি। এর মধ্যে আমি যতটা সম্ভব এলাকার চোলাই সাট্টা জুয়া ঠেক বন্ধ করে দিয়েছি। আজ যাদের পুরস্কার দিচ্ছি তাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পুজা থাকলেও তারা পুলিশ, দমকল ও পুরসভার আইন মেনে পুজা করেছে। বিচার করার সময় শুধু দেখি কে কতটা আইন মেনেছে। স্বামী সর্বগানন্দ মহারাজ বলেন আজ যারা কৃতি ছাত্র ছাত্রীরা পুরস্কার পেলেন তারা এই পুরস্কার নিয়ে এখানেই থামবে না। কারণ এই পুরস্কার কঠিন সংগ্রাম করে তোমরা অর্জন করেছ। বক্তব্যের পর একটি সুন্দর গান পরিবেশন করেন মহারাজ। কুশল, অন্বেষা ছাড়াও গান গেয়ে মাতিয়ে দেন সোনারপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর দীপঙ্কর সেন।

তৃণমূলের বিক্ষোভ, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : গত মঙ্গলবার ক্যানিং–১ ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের বিক্ষোভ, অবরোধ। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের মদতে মিথ্যা কেস দিয়ে সিবিআই তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করছে এই অভিযোগে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে রাস্তা অবরোধ করা হয়। ফলে ক্যানিং–বারুইপুর, বাসন্তী, ঝড়খালি, গদখালি, সন্দেশখালি, হেড়োভাঙা–গোলাবাড়ি প্রমুখ এলাকার যান–বাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ক্যানিং–১ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন, কেন্দ্রে বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। দিল্লিতে বসে যা যা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে সিবিআই তদন্তের নামে তাই করছে। তৃণমূল নেত্রীর ফরমান অনুযায়ী এখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চড়া সুরে আন্দোলন চালাচ্ছে ঘাসফুল দল। এই আন্দোলনেও যথারীতি তার প্রভাব পড়েছে।

কম্বল বিতরণ

মলয় সুর, হুগলি : অল বেঙ্গল ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১৮ ডিসেম্বর উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীতে হুগলি জেলার দুঃস্থ অনাথ ব্যক্তিদের শীতের প্রকোপ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ৩০০ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের পরিষদীয় সচিব তপন দাশগুপ্ত, চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, কোন্ননগর পুরসভার চেয়ারম্যান বাপ্পাদিত্য চ্যাটার্জী, চাঁপদানী পুরসভার চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র, অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ওয়েলফেয়ার ফেডারেশনের সহ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু প্রমুখরা।

কাজ হারানোর প্রতিশোধ নিতে বন্ধুকে খুন, ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মণ্ড হারবার : কাজ হারানোর প্রতিশোধ নিতে বন্দুকে অপহরণ করে খুনের অভিযোগ উঠল চার যুবকের বিরুদ্ধে। নিহত যুবক শুভ শিকদার (১৮) কাকদ্বীপের অক্ষয়নগর শিবপুরের বাসিন্দা। অভিযুক্ত জয়ন্ত দাস, নাড়ু দাস ও টুকাই বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বাড়ি স্থানীয় হরিহরপুর ও সুভাষনগরের প্রথমঘেরিতে। পুলিশ অপহরণ ও খুনের মামলা রুজু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মাসখানেক আগে তিন বন্ধু মিলে মুম্বইতে লক্ষিতে শ্রমিকের কাজ করতে যায়। বচসার জেরে মুম্বইতে জয়ন্ত এক শ্রমিকের ছুরি দিয়ে আঘাত করে। জয়ন্তকে কাজ থেকে বসিয়ে দেয় সংস্থা। শুভ জয়ন্তকে সমর্থন করেনি তখন। বাড়ি ফিরে আসে জয়ন্ত। সেই থেকে শুভর বিরুদ্ধে রাগে ফুঁসছিল জয়ন্ত। সপ্তাহখানেক আগে শুভ কাকদ্বীপের শিবপুরের বাড়িতে ফেরে। গত মঙ্গলবার রাতে জয়ন্ত শুভকে ফোনে ডেকে নেয়। রাত নটা নাগাদ শুভ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। শুভ ও জয়ন্তর জন্য বন্ধুরা মিলে খাওয়া–দাওয়ার আসর বসায়। সেখানে সবাই মিলে মদ্যপান করে বলেও জানা গিয়েছে। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি শুভ। পরদিন শুভর বাবা বীরেন শিকদার কাকদ্বীপ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। পুলিশ তদন্ত করে বৃহস্পতিবার জয়ন্ত ও পলাশকে গ্রেপ্তার করে। দুজনকে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

এরমধ্যে এদিন দুপুরে পুরন্দরপুর সতীশনগরে কালনাগিনী নদীর চরে একটি যুবকের মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করার পর জানা যায় নিখোঁজ শুভর মৃতদেহ। দেহে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশ জয়ন্ত ও পলাশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাড়ু ও টুকাইকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ এদের বাড়ি থেকে একটি রক্তমাখা গেঞ্জি উদ্ধার করেছে। পুলিশ নিহত ও অভিযুক্তদের মোবাইল ফোনের কললিস্ট খতিয়ে দেখছে। কাজ হারানোর জন্য শুভকে অপহরণ করে খুন করেছে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। মৎস্যজীবী পরিবারের ছেলে শুভ। চার ভাইয়ের মধ্যে ছোট। বাবা বীরেশ কাঁদতে কাঁদতে জানালেন, যারা আমার ছেলেকে খুন করেছে তাদের ফাঁসি চাই।

মানবাধিকার দিবস পালন

শুভজিৎ দাস : ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে মানবাধিকার সংগঠন এপিসিএল এবং ডায়মন্ড হারবার জার্নালিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে রক্তদান, চক্ষু ও স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির এবং শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সকাল ১০ টায় ডায়মন্ডহারবার স্টেশন রিজার্ভেশন কাউন্টারের পাশে শিবিরের উদ্বোধন করেন এপিসিএল–এর সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ''সোচ্চার জনতা'' পত্রিকার সম্পাদক দিলীপ ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী কবি গৌতম মন্ডল, ব্লাড ব্যাঙ্কের কো অডিনেটর হবিবর রহমান বেগম প্রমুখ। বিকালে ডায়মন্ড হারবার সিটি মার্কেটের সামনে অনুষ্ঠিত হয় শীতবস্ত্র বিতরণ ও আলোচনা সভা। 'স্বরবিতান'–এর শিল্পীদের সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমর চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গঠনকে কিভাবে দেশে দেশে এবং আমাদের দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নরেন ঘোষাল, জাহাঙ্গীর পুরকাইত, নমিতা ইসলাম, গৌতম মন্ডল প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক বরুণ দাস। আলোচনা সভা শেষে শতাধিক দুস্থ ব্যক্তির হাতে চাদর দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সহযোগিতায় ছিলেন সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়ন–এর ডায়মণ্ড হারবার স্টেশন ইউনিট, ডায়মণ্ড হারবার রোড হকার্স ইউনিয়ন এবং শিয়ালদহ ডায়মণ্ড হারবার রেলওয়ে প্যাসেঞ্জার্স ওয়েল ফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন।

মহানগরে

সিনিয়র সিটিজেন টিমে এলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : এ রাজ্যের বরিষ্ঠ নাগরিক (সিনিয়র সিটিজেন) দলে দেশের এক জনপ্রিয় প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি ঘটছে। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী পাঁচ জানুয়ারি রাজ্যের 'সিনিয়র সিটিজেন টিমে'র প্রতিনিধি হতে চলেছেন। আগামী পাঁচ জানুয়ারি রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ৬১তম জন্মদিন। বিগত ১৯৫৫ সালের পাঁচ জানুয়ারি ভরা শীতের মধ্যবেলায় কলকাতা মহানগরীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত প্রমীলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা প্রয়াত গায়ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। শিক্ষায় দক্ষিণ কলকাতার হাজরাস্থিত যোগমায়া মহিলা কলেজ থেকে বিএ। পরবর্তী সময়ে এমএ, বিএড, এলএলবি এবং কর্মশিক্ষায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। জীবিকা হিসাবে ওকালতি ও সমাজকর্মীর কাজে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭০–এ রাজ্যে মহিলা কংগ্রেস(আই) দলে নাম লেখান।

বিনামূল্যে নবম শ্রেণির বই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : আগামী ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত নবম শ্রেণির বই রাজ্যের নবম শ্রেণির সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। গত ১৩ ডিসেম্বর বিধাননগরস্থিত বিকাশ ভবনে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ কথা জানিয়েছেন। বাংলা 'পাঠ সংকলন' বাংলা সহায়ক পাঠ, নবম শ্রেণির 'লার্নিং ইংলিশ' এবং 'গণিত' এই চারটি বই নবম শ্রেণির সমস্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০১৫) থেকে নবম শ্রেণির পাঠক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অন্যদিকে এতদিন প্রথম থেকে অষ্টম এই আটটি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রায় সমস্ত পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হত।

রাজ্যের উদ্যোগে সুভাষ উৎসব

কুনাল মালিক, কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে এই প্রথম রাজ্য জুড়ে আগামী ২২ ও ২৩ জানুয়ারি সুভাষ উৎসব হতে চলেছে। রাজ্যের প্রতিটি ব্লক, পুরসভা, কর্পোরেশন এবং বোরোতে অনুষ্ঠিত হবে। এই সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দফতরে পৌঁছেছে। অন্যান্য বছরের মতো যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে আগামী ১২ জানুয়ারি বিবেক চেতনা উৎসব ও জানুয়ারি মাসে ছাত্র–যুব উৎসব সংঘটিত হবে। ছাত্র–যুব উৎসব কমিটিই সুভাষ উৎসব উদ্‌যাপন করবে। তবে সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু রহস্য নিয়ে যখন সারা দেশ উত্তাল এবং তাঁর জন্মদিনকে জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণার দাবিতে কলকাতার নানা এনজিও যখন পদযাত্রা সভা সমাবেশ করছে তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা–মাটি মানুষের সরকার সুভাষ উৎসবের প্রবর্তন করলো তা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে অনুষ্ঠান মঞ্চের ব্যাকড্রপের ফ্লেক্স ব্যানারে সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি সহ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর একটি ছবি থাকবে। এই নির্দেশিকা নিয়েও ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে থাকছে পদযাত্রা, সুভাষচন্দ্রের জীবন ও কর্মবিষয়ক প্রদর্শনী, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, সুভাষচন্দ্র বিষয়ক ক্যুইজ, বিতর্ক ইত্যাদি। এই উৎসব সফলভাবে করার জন্য রাজ্যের ৩৪১টি ব্লক, ১১৭টি পুরসভা, ৫টি কর্পোরেশন সহ কলকাতা পুর নিগমের ক্ষেত্রে ১৫টি বোরোর প্রতিটি ইউনিটকে এবং জেলা স্তর উৎসবের ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলাকে ২০,০০০ টাকা হারে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

২৩১টি বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : আবার রাজ্যে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ল। চলতি ২০১৪–১৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের ২৩১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর (মোট ২৮টি) জেলার ক্ষেত্রে। বর্ধমান জেলায় ২৭টি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ২৫টি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ১৮টি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় ১৭টি, নদিয়া জেলায় ১৬টি, হুগলি ১৫টি ও আরও ১০টি জেলায় বিভিন্ন সংখ্যায় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় বেড়েছে। কলকাতা মহানগরীর যে চারটি বিদ্যালয় উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হয়েছে সেগুলি হল 'মধ্য কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সেন্ট মাইকেলস অ্যাকাডেমি, টালিগঞ্জের রাজেন্দ্র শিক্ষাসদন গার্লস হাই স্কুল, নিউ আলিপুরের আলিপুর টাঁকশাল বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস হাই স্কুল এবং গার্ডেনরিচ মুদিয়ালি রোডের মুদিয়ালি গার্লস হাই স্কুল।

ভোটের দিকে তাকিয়ে শহরের ক্লাবগুলিকে রাজ্যের অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : আগামী এপ্রিল–মে মাসে কলকাতা পুর নির্বাচনের পূর্বে কলকাতা মহানগরীর ১৪১টি ওয়ার্ডের ক্লাবগুলিকে আবার অনুদান পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে রাজ্য সরকার। তবে আগে যেসব ক্লাব অনুদান পেয়েছে সেসব ক্লাব এবার অনুদান পাবে না। আর একমাত্র সরকারি নথিভুক্ত (গভর্নমেন্ট রেজিস্টার্ড) ক্লাবগুলিই এই সরকারি অনুদান পাবে। আগে সরকারি নিয়ম ছিল, স্থানীয় বিধায়ক যেসব ক্লাবের নাম সুপারিশ করতেন, সেসব ক্লাব সরকারি অনুদান পেতেন। কিন্তু আগামী এপ্রিলে কলকাতা পুরসভার নির্বাচন থাকায় বিধায়কদের বদলে তৃণমূল পুরপ্রতিনিধিদের হাতে সেই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হচ্ছে। এদিকে রাজ্য রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী পুর নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই ক্লাব সদস্য–সদস্যাদের কাছে টানতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

তাদের আরও ধারণা, আর কয়েক মাস বাদেই পুরভোট। শাসকের আসনে থেকেও এই মুহূর্তে বড় যে আতঙ্ক তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্রমেই ঘিরে ধরছে সে হল বিজেপি। তাই যাবতীয় ঢিলেমি ঝেড়ে ফেলে এখন 'কৌশল' নিতে বাধ্য হচ্ছে শাসকদল। লক্ষ্য বিজেপি'র ক্রমোত্থানকে যেকোনও প্রকারে ঠেকানো। পুরসূত্রে খবর, গত ১৫ ডিসেম্বর তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধিদের নিয়ে নিজের ঘরে এক বৈঠক করে প্রতি তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধিকে নিজ ওয়ার্ডস্থিত কমপক্ষে ১০টি করে ক্লাবের নাম পাঠাতে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের ঘোষণানুযায়ী প্রতি ক্লাবকে এককালীন দু'লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া মূলত ক্লাব উন্নয়ন খাতে।

কিন্তু বৈঠক হল, তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধি নিয়ে। বিরোধী দলের বামফ্রন্টের ২৩ জন, জাতীয় কংগ্রেসের ছ'জন এক বিজেপি'র তিন জন পুরপ্রতিনিধিদের বৈঠকে ডেকে পাঠানো হল না কেন? বিরোধী পুরপ্রতিনিধিদের ওয়ার্ডস্থিত ক্লাবগুলিও তো এই অনুদান পাওয়ার অধিকারী। মহানাগরিকের ঘরে তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক চলাকালীনই বিরোধী দলের পুরপ্রতিনিধিদের কাছে বৈঠকের খবর পৌঁছে যায়। তাদের বক্তব্য, কেবল তৃণমূলী পুরপ্রতিনিধিরা ক্লাবকে অনুদান বিতরণ করবে কেন? অর্থটা তো রাজ্য সরকারের। তাহলে আমরা সে সুযোগ হারাব কী সূত্রে? পুরসভা ভোট এ রাজ্যের ক্ষেত্রে সেমিফাইনাল লড়াই হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। আগামী ২০১৬–র বিধানসভা নির্বাচনের আগে কলকাতা পুরসভা সহ বাকিগুলি দখলে রাখতে মরিয়া তৃণমূল। বিজেপির দিকে যে যুবসমাজ যাচ্ছে তাদের ধরে রাখতে ক্লাব অনুদানের রাস্তায় হাঁটছে ঘাসফুল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২০ ডিসেম্বর – ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৪

চিটফান্ড নির্মূল হোক

পশ্চিমবাংলায় রাজনৈতিক ভূমিকম্পের টালমাটাল শুরু হয়েছে সারদা চিট ফান্ডের একের পর এক তথ্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে। অনেক রাঘববোয়াল সিবিআই–এর জালে এখনো ধরা পড়েনি। এই ভাবনা বঙ্গবাসীর মনে নতুন রাজনীতির সমীকরণ এঁকে দিচ্ছে। রাজ্য সরকার সুদীপ্ত কুণালদের গ্রেপ্তার করেছিল। পরের ঘটনা চলেছে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মেনে। সারদা কান্ডে প্রতারিত হাজার হাজার মানুষের চোখের জলের হিসাব কেউ নেয়নি। শ্যামল সেন কমিশন গড়া হয়েছিল। সারদা কান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক ক্ষোভ প্রশমন করতে। কমিশনে জমা হওয়া কাগজপত্র বস্তাবন্দি হয়ে আজও পড়ে আছে। কমিশনের অপমৃত্যু ঘটেছে। বহু প্রকৃত ক্রেতা তাদের ন্যায্য জমি থেকে বঞ্চিত আর তিল তিল করে সঞ্চিত অর্থ সুদীপ্ত কোম্পানির হাত ঘুরে রাজনীতির কারবারিদের লোভী চোখের ইঙ্গিতে অদৃশ্য। সত্য ক্রমশ প্রকাশ্য। এই সিবিআই তদন্ত আটকানোর প্রচেষ্টা নজিরবিহীন। সারদা চিটফান্ডের ব্যপ্তি অনেক বেশি হলেও এ রাজ্যে বাকি চিটফান্ডের দ্বারা প্রতারিত মানুষের সংখ্যা কম নয়। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে বেচার যুবক–যুবতীদের চিটফান্ড কারবারে নামিয়েছে বহু চিটফান্ড সংস্থা। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আদালতে যেতে অনেক প্রতারিত সাধারণ মানুষ আজ ভীত।

গোল্ডেন ডিউ, সিলিকন, রোজভ্যালির মতো বহু সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে বিনিয়োগ করেছিল আজ অনেকেই হাত গুটিয়েছে। নানা কো–অপারেটিভ সংস্থা নিয়েও দুর্নীতির জমাট অন্ধকার কাটেনি। সুপ্রিমকোর্টের আদেশে সারদা ছাড়াও অন্যান্য চিটফান্ড–এর কর্তা ব্যক্তি ও প্রতারকদের ধরা জরুরি। প্রতারণার শিকড় অনেক গভীরে ছড়িয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতারকরা অর্থ ঢেলেছে নিজেদের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ করতে। দৈনিক সংবাদপত্র কিংবা টিভি চ্যানেল সৃষ্টি করেছে চিটফান্ড–এর কর্তা ও পরামর্শদাতারা। সারদা তদন্তের আড়ালে চলে যাচ্ছে বাকি প্রতারকদের প্রকৃত চেহারা।

বাংলার প্রতিটি প্রতারক সংস্থা নির্মূল হোক এই প্রার্থনা আজ বঙ্গবাসীর। গ্রাম বাংলা এবং শহরের চটপটে, সপ্রতিভ ছেলে মেয়েরা এদের পাল্লায় পড়ে আর তাদের নিজেদের মানসম্মান জীবন বিপন্ন না করে এ ব্যাপারে সব পক্ষকেই এক হতে হবে, যাতে বাংলার মানুষ আর প্রতারিত না হয়। কোন রাজনৈতিক দল যাতে আগামী দিনে চিটফান্ডের ভরসায় ভোট প্রচারে অংশ নিতে না পারে আর আইনগত দিকগুলি সুনিশ্চিত করার মত পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। নইলে ভোটাররাও বারংবার প্রতারিত হবেন। ভোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে চিটফান্ড–এর নির্মূল করতে কর্তৃপক্ষকেই এগিয়ে আসতে হবে কারণ এটা ভোট জালিয়াতির থেকেও বড় অপরাধ। চিটফান্ড কেলেঙ্কারির জের অন্য রাজ্যে ছড়ালেও এ রাজ্যে তার ব্যাপ্তি অনেকটাই বেশি। সুতরাং সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রেও আমাদের ভূমিকা অপরিসীম।

অমৃত কথা

৩৯১ পোড়া হাঁড়ি যদি ভেঙে যায়, তা আর জোড়া লাগে না, কাঁচা হাঁড়ি ভেঙে গেলে জোড়া দেওয়া যায়। (অর্থাৎ যাতে পাপ ও বিষয়–বুদ্ধি অধিক নেই, সহজে তার মন ঈশ্বরে যায়। আর যে পাপে ও বিষয় বুদ্ধিতে পেকে গেছে, তার মন কোনো মতে যায় না)।

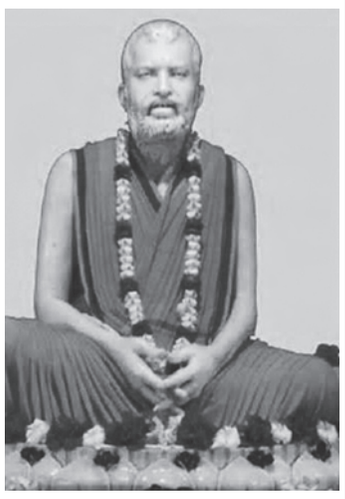

৩৯২ অনেক মাছ আছে তাদের মেলা কাঁটা বাছতে হয়। আর কোনো কোনো মাছের একটা কাঁটা। (অর্থাৎ অনেকের মেলা পাপ আছে, আর কারও কারও এক আধটা আছে মাত্র।)

৩৯৩ সকাল বেলায় মাখন তুলতে হয়। বেলা হলে আর ওঠে না। (অর্থাৎ বাল্যকালে সহজে মন ঈশ্বরে যায়, বুড়ো হলে যায় না)।

৩৯৪ সাদা কাপড়ে যদি একটু কালির দাগ থাকে তবে বড়ই বেশি দেখায়। পবিত্র লোকের অল্প দোষ বেশি দেখায়।

৩৯৫ তাঁতে একেবারে ডাইলিউট হয়ে যাও। (অর্থাৎ ব্রহ্ম সাগরে মিশে যাও।)

৩৯৬ রাজার কাছে যেতে হলে সেপাই শাস্ত্রীর অনেক খোসামোদ করতে হয়। ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে নানা উপায়ে সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ করতে হয়।

৩৯৭ হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। প্রণব বর্ণের মধ্যে নয়। ভক্তি কামনা, কামনার মধ্যে নয়। (অর্থাৎ এতে উপকার বই অপকার নেই, অন্যতে অপকার মাত্র)।

৩৯৮ চিনিতে বালিতে মিশে থাকলে পিঁপড়ে বালি ফেলে চিনি নেয়। পরমহংস ও সৎে লাকের এই লক্ষণ।

৩৯৯ গ্রন্থ পুস্তক নয়, গ্রন্থ গাঁট বন্ধুন।

৪০০ চালুনির স্বভাব ভালো ফেলে দেওয়া, আর মন্দকে রাখা। (অসৎ স্বভাবের তুলনা)।

৪০১ কুলোর স্বভাব মন্দ ফেলে দিয়ে ভালো জিনিস রেখে দেওয়া। (এটি সৎলোকের স্বভাব)।

ফেসবুক বার্তা

মা ও শিশু : বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। এই প্রবাদকে সত্যি প্রমাণিত করছে ফেসবুকে উঠে আসা এই বাবুই পরিবারের একটি দৃশ্য। যাতে মায়ের অনাবিল স্নেহে আবৃত ছানাটি।

শ্রীঘরে রাজ্য রাজনীতি, তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যত নিয়ে গভীর উদ্বেগ

পার্থসারথি গুহ

পুরাণ এবং বেদ উপনিষদ ঘাটলে দেবতাদের সময়কার মনোরঞ্জনকারী প্রতিভূ হলেন কামদেব। যার স্ত্রী রতি নামে বহুল পরিচিত। বলাবাহুল্য, এই কামদেবের পোষাকি নাম হল মদনদেব। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও এক অনুরূপ নামের রাজনীতিবিদকে নিয়ে রীতিমতো তুলকালাম চলছে। ইনিও বর্তমান যুগের দৈব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন বলেই মনে করা হয়। কারণ ইনি রাজ্যের এক শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত বিশ্বাসভাজন। যেহেতু এখন রাজতন্ত্র নেই, তাই গণতন্ত্রের পতাকাবাহী এই মন্ত্রীরাও নিঃসন্দেহে বর্তমান জমানায় দেবতার আসন লাভ করে থাকেন। অন্তত দিন আনি দিন খাই মানুষ তথা আম জনতার কাছে এই মন্ত্রীরা এক রকম রূপালী পর্দার তারকার মতো। এর কারণ হল, এদের জীবনযাপন সবসময়ই কেতাদুরস্ত। অবশ্য সব মন্ত্রী বা প্রশাসনের শীর্ষস্তরের কর্তাব্যক্তিরা এরকম বৈভবের জীবনযাপন করেন না। বরং তাঁদের অতি সাধারণ জীবনযাত্রা মানুষকে আকৃষ্ট করে। হালফিলে এ রাজ্যে শীর্ষকর্তা বা মন্ত্রীদের যে হালৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে তা কিন্তু মোটেই মানানসই নয়। মানে 'রাজা–গজা' মার্কা জীবনধারায় কারাবাস ব্যাপারটা যে বড়ই বেমানান।

আর সেটাই ঘটে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে। স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর কেটে গেলেও কোনও দিন এ রাজ্যের কোনও মন্ত্রী হাজতবাস করেননি। হ্যাঁ! অনেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ উঠেছে নানা সময়ে। কংগ্রেস আমলে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে দমন মূলক রাজনীতি করার বহু অভিযোগ বামপন্থীরা করলেও দুর্নীতির সামান্যতম লেশমাত্রও ছিল না তাতে। কংগ্রেস আমলেই বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ সুনীতি চট্টরাজের নামেও অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। সেটি ছিল মূলত স্বজনপোষণের অভিযোগ। এছাড়াও কংগ্রেসের অত্যন্ত সৎ রাজনীতিবিদ প্রফুল্লবাবুকেও দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগে কলঙ্কিত করেছিল তৎকালীন বামপন্থীরা। পরে অবশ্য তাদের এই অভিযোগ যে ডাহা মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল জনমানসে। আসলে সৎ এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বদের কালিমালিপ্ত করার এই প্রবণতা অনেক দিন ধরেই বামেরা বহন করে আসছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি, নেতাজিকে তোজোর কুকুর প্রভৃতি নানা রকম অকথা কুকথা বলে বামেরা বরাবর শিরোনামে এসেছে। পরে অবশ্য তারা এরজন্য করজোড়ে ক্ষমাও প্রার্থনা করেছেন। তা বলে মহান ব্যক্তিত্বদের প্রতি তাদের এই নীচ মানসিকতা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। কুকথা বলার সেই ট্র্যাডিশন এখনও বহন করছে বামেরা।

বিনয় কোঙার, আনিসুর রহমানরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দু একজন কুবাক্যকারী তো ইতিমধ্যে আবার দল ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছেন। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পরিবর্তনের সরকারের আচার ব্যবহার। জন্মলগ্ন থেকেই এই দলটি অন্ধ বাম বিরোধী বলেই পরিচিত। জলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্যান জ্ঞানই ছিল বামমুক্ত বাংলা গড়ে তোলা। সে কাজে বহু পরিশ্রমের পর তিনি সফল হয়েছেন। ফলে ধারণা করা হয়েছিল, এবার বুঝি এক কলুষমুক্ত সরকার উপহার পাবে বঙ্গবাসী। প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ মানুষের প্রত্যাশাকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছিল। জ্বলন্ত জঙ্গলমহলে শান্তির বাতাবরণ তৈরি, উত্তপ্ত দার্জিলিং পাহাড়কে শান্ত করা, ১০০ দিনের কাজসহ বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের অগ্রগতি, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানের জনপ্রিয়তা সব কিছুই ঠিক মতো এগোচ্ছিল। হঠাৎ করেই যাবতীয় অগ্রগতিকে বেনোজলের মতো গ্রাস করল সারদা কেলেঙ্কারি। সারদার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত এবং লোকসভা নির্বাচনে ভোট কাটাকাটির ম্যাজিক রসায়নে ব্যাপক জয় পায় তৃণমূল। তাতে বোধহয় কাল হয় ঘাসফুল দলের। এমন একটা ধারণা এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে যে যতই অভিযোগ দানা বাধুক না কেন তারা অপরাজেয়। এই

আত্মবিশ্বাসই তৃণমূলের সাম্প্রতিক কালো ছবিটাকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। যা সুনামির আকার নিয়েছে মমতার মন্ত্রীসভার অন্যতম প্রথম সারির মন্ত্রী মদন মিত্রের গ্রেফতারে। এখন তো এমনও শোনা যাচ্ছে যে মদন মিত্রের পিছু পিছু আরও তাবড় তৃণমূল নেতারাও এই গ্রেফতারিতে সামিল হতে চলেছেন।

এমন কি এও শোনা যাচ্ছে এ রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নামও। অবশ্য বড় মাপের রাজনীতিকদের গ্রেফতারির খবর নতুন নয়। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধিকে পর্যন্ত একদিনের জন্য তিহার জেলে যাতে হয়েছিল। অতি সম্প্রতি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীকে পর্যন্ত সরে যেতে হয়েছে দুর্নীতির অভিযোগে ফেসে যাওয়ার পর। বিহারের একসময়কার দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকেও জেলযাত্রা করতে হয়েছে। এবং পরে এর জন্য তাঁর ভোটে লড়ার ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির সঙ্গে রাজনীতির নাম অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হয়ে উঠেছে এইসব নেতাদের আর্বিভাবে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে দেশে দুর্নীতির পীঠস্থান। সারদা কেলেঙ্কারির অব্যাবহিত পরে এ রাজ্য কালিমালিপ্ত হতে শুরু করেছে। যার মূল দোষ গিয়ে বর্তাচ্ছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর।

একথা ঠিক এ রাজ্যে চিটফান্ডের বিজ বোপিত হয়েছিল ঘোর বাম জমানাতেই। সেসবকে ছাপিয়ে গিয়েছে নবতম শাসকদের একের পর এক চিট–কেলেঙ্কারিতে জড়িত হওয়ার ব্যাপারস্যাপার। এ রাজ্যে ডা.বিধানচন্দ্র রায়ের মতো ব্যক্তিত্বশালী মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন। তিনি রাজ্যের যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজের প্রধান কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তীকালে এই ধরণের উন্নয়নের বার্তা অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। জ্যোতি বসুর দীর্ঘ শাসনকালের ভালো নিয়ে যতই বামেরা বুক বাজাক সেই আমলে এ রাজ্যের উন্নতি ক্রমশ স্তব্ধ হয়েছিল। এই অভিযোগ আমার–আপনার নয়। বরং এ কথা নিঃসৃত হচ্ছে অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিতের মুখ থেকে। আমূল ভূমি সংস্কার বসু সরকারের সব থেকে ভালো কাজ হিসাবে পরিগণিত। তা ছাড়া বাম জমানার একটা বড় অংশ পুরো অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। বামেদের সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে যিনি অগ্রণী হয়েছিলেন রাজনৈতিক ভাগ্য সঙ্গ না দেওয়ায় তাকেই বেশি ধিক্কৃত হতে হয়েছে। তাও এ রাজ্যে শিল্প স্থাপনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উদ্যোগ দারুণ প্রশংসনীয়। অথচ বুদ্ধবাবুকে যে সিঙ্গুর ইস্যুতে কোণঠাসা করে রাজ্য রাজনীতিতে পাদপ্রদীপের আলোয় আসে তৃণমূল তা সম্পূর্ণ হঠকারিতার নামমাত্র। যদিও সততার আবরনে আবৃত ঘাসফুল দলটিকে এতটা চিটফান্ডের কালিমা কলুষিত করতে পারে তা বোধহয় কল্পনাও করা যায়নি।

আসলে তৃণমূল দলের চিটফান্ড কেলেঙ্কারিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার যে অভিযোগ সর্বসমক্ষে আসছে তার গোড়াটা কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। বস্তুত পরিবর্তন নামক যে শব্দটি তৎকালীন রাজ্য রাজনীতির বেদবাক্য হয়ে উঠেছিল তা নাকি প্রমোট পর্যন্ত হয়েছে আধুনিক যুগের গৌরী সেন বলে প্রসিদ্ধ সারদার কর্ণধার সুদীপ্ত সেনের পয়সায়। আর সুদীপ্তর সঙ্গে যোগাযোগের খেসারত দিতে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মদন মিত্র এখন শ্রীঘরে। মন্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আন্দোলন গড়ে তুলছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। জায়গায় জায়গায় হচ্ছে পথ অবরোধ কিংবা তাৎক্ষণিক বনধের আবহ। কিন্তু এতে বাংলার ধুলুণ্ঠিত সম্মান কী আদৌ ফেরত আসবে। সে কথা কিবা একবারও ভেবে দেখছেন রাজ্যের হর্তা–কর্তা–বিধাতারা।

বিপন্ন গণতান্ত্রিক কাঠামো, বিপন্ন দেশ

পর্ব ৩

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল তাঁর Democracy and its critics নামক গ্রন্থে কোয়ালিশন রাজনীতিকে 'কনশেসনিয়ান পলিটিক্স' বা সমঝোতার রাজনীতি বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতে গণপরিষদ দ্বারা সংবিধান রচনার সময় সমঝোতার রাজনীতির মধ্য দিয়ে সরকার গড়ে উঠেছিল বলে নেহেরু মন্ত্রীসভার বাণিজ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন জনসংঘের প্রতিনিধি। রবার্ট ডাল যে অর্থে সমঝোতার রাজনীতির কথা বলেছেন, পরবর্তীকালে মতাদর্শের ভিত্তিতে কিন্তু জোট সরকার গড়ে ওঠেনি। বরং বলা চলে মন্ত্রী ক্ষমতা প্রতিপত্তির লোভে ভারতে জোট সরকারগুলি গড়ে উঠেছিল। ১৯৭৭ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণ–মোরাজি দেশাই, অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রতাপচন্দ্র চন্দরা যে আদর্শর দাবিতে জোট সরকার গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই আদর্শ কিন্তু লোকদলের চরণ সিংহ বা তৎকালীন জনতা দলের সভাপতি চন্দ্রশেখরের ছিল না। চরণ সিংহর নামই হয়েছিল চেয়্যার সিংহ। ১৯৭৯ ইন্দিরা গান্ধির আনিত অনাস্থা প্রস্তাবে জনতা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েও প্রধানমন্ত্রী পদের প্রলোভনে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেন। ৬ মাসের জন্য কেয়ার–টেকার সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। একইভাবে ১৯৮৯–এ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ–র বিজেপি বাম সমর্থিত মন্ত্রীসভা লালকৃষ্ণ আদবানীর রাম–রথের কারণে, অনাস্থা প্রস্তাবে বিজেপি সমর্থন তুলে নিলে সরকার ভেঙে যায়। চন্দ্রশেখর কেয়ার টেকার সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। শোনা যায়, এই সমাজতন্ত্রী গান্ধিবাদী নেতার বাড়ি একপ্রকার দখল করে নিয়েছিল অসাধু ব্যবসায়ী দাগী অপরাধীরা, বকলমে তাদের নির্দেশে সরকার চলত। ১৯৯৯ থেকে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেস সমর্থিত ইউপিএ(১) এবং ইউপিএ(২) দীর্ঘ ১৫ বছরের জোট সরকারে দুর্নীতি কেলেংকারীর ঘটনা তুলে ধরলে বোঝা যাবে জোট সরকার আমাদের দেশের রাজনীতিতে জাতীয় ও আঞ্চলিক দলের কাছে ফায়দা লোটার জন্য কতটা কাঙ্খিত ছিল।

ভারতীয় গণতন্ত্রে দুর্নীতি নিয়ে লিখতে গিয়ে যে সব তথ্য উঠে এসেছে, তার দ্বারা দুটি ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। প্রথমত ৯০–এর দশক থেকে সরকারের কোষাগারকে ফাঁকি দিয়ে মন্ত্রী আমলারা টাকা লুঠেছে, অথবা হিসাব বর্হিভূত ভাবে অর্থ খরচ করেছে। দ্বিতীয়ত, ঘুষ–উৎকোচ নিয়ে এমন সব সংস্থাকে সরকারী কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিংবা চড়া দরে শেয়ার কেনা হয়েছে। যার পলে সাধারণ জনগণের অর্থ অপব্যবহার হয়েছে।

১৯১৯ সালে বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ জোট ক্ষমতায় বসার পর থেকে এই ধরনের দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়েছে। ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া ভারত সরকারের অধিগৃহিত সংস্থা। এনডিএ সরকারের এক বছরের মধ্যে এই আর্থিক সংস্থার ইউনিট–৬৪ মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বড় আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার সিবিআই দিয়ে সারদা কেলেঙ্কারীর রাঘব বোয়ালদের যেভাবে ধরপাকড় করছে, সেই সময়ে কিন্তু সরকারের ইউনিট ৬৪–র দুর্নীতি নিয়ে মুখে কুলুপ এটে বসেছিল। অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা ও তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা এবং তাঁর ব্যক্তিগত সচিব ভারত ব্যাসের বিরুদ্ধে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার চাপে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছিল ইউটিআই–এর চেয়ারম্যান পদে সুব্রাহ্মনিয়ামকে নিযুক্ত করতে। দক্ষিণ ভারতের একটি অনামি সংস্থা সাইবার ইনফোসিসের ৩.৪৫ লক্ষ শেয়ার প্রতি ৯৩০ টাকায় কেনা হয়। কিন্তু চার দিন পড়ে শেয়ারের দাম পড়ে যায়। সরকারের ২৫ হাজার কোটি টাকা শুধু নষ্ট হয়নি। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের ১.৩০০ কোটি

টাকা জলে চলে যায়। ইউটিআইয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়।

মতাদর্শগতভাবে বিজেপি ভারতের অখন্ডতা রক্ষার কথা বলে। ভারতমাতার পুজা করে। কার্গিল যুদ্ধের সময় এই দলের নেতারা কফিন কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ছিল। কার্গিলে নিহত সেনার দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য ৫০০ ক্যানাকেট ব্রিটেনের একটি বিদেশি সংস্থা থেকে কেনা হয়। এক একটি ক্যানাকেটের দাম দেওয়া হয় ২৫০০ ডলার। বাজার দরের চেয়ে ১৩ গুণ বেশি। এর ফলে সরকারের কোষাগার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা চলে যায় কফিন কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত মন্ত্রী–সামরিক অফিসারদের পকেটে। এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে এনডিএ–র সাথে যুক্ত বিজেপি বা অন্য কোন শরিক দল কোনরূপ প্রতিবাদ জানায় নি।

কার্গিল যুদ্ধের সময় দেশের জাতীয় নিরাপত্তা নামে করদাতাদের কাছ থেকে ৭,০০০ কোটি টাকা সেস বাবদ তোলা হয়। কিন্তু এই সংগৃহিত অর্থকে সরকারের সাধারণ রাজস্ব হিসাবে দেখানো হয়। তৎকালীন সংসদের স্টান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিজেপির সাংসদ মদনলাল খুরানা উল্লেখ করেন যে আয়করের সাথে যুক্ত সেই জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে খরচ করা হয় নি।

ভারত মাতার জন্য পুজারিদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতির খবরটি ফাঁস করে দেয় তয়েলকা নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা। ২০০১ সালে অপারেশন 'ওয়েস্ট এন্ড' নামে ভিডিও টেপের দ্বারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তির আর্থিক কেলেংকারি ফাঁস করে দেয়। গোপনে ভিডিও ছবিতে দেখা যায় যে বিজেপির সভাপতি বঙ্গারু লক্ষ্মণ, সমতা পার্টির জয়া দেউলি সহ ১১৩৪ জন সামরিক অফিসার, ১১ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে গোপনে সেনাবাহিনীর জন্য সামরিক সাজ সরঞ্জাম কেনার রফা করেছে। এই ছবি প্রকাশ্যে এলে বিজেপি চাপে পড়ে বঙ্গারু লক্ষণকে সর্বভারতীয় সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেয়। নিজেদের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য ফুকন কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন তাঁর রিপোর্টে এই খবরের সত্যতা মেনে না নিলেও সাদারণ জনগনের কাছে তহেলকার 'ওয়েস্ট এণ্ড' কেলেংকারি সত্যতাকে মুছে দিতে পারে নি। বঙ্গারু লক্ষণ তাঁর পার্টির নেতৃত্ব পদে আর ফিরে আসতে পারে নি।

১৯৯৯ সাল থেকে পাঁচ বছর বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ ক্ষমতায় আসীন থাকার সময় প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কেলেংকারি শুধু নয়, বিদেশ সঞ্চার কেন্দ্র, বালকোর বিলগ্নিকরণ, টেলিকম, নগর উন্নয়ন একাধিক মন্ত্রানালয়ের মন্ত্রী আমলারা হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। প্রয়াত প্রমোদ মহাজন, অরুণ শৌরী, অনন্তকুমার সহ একাধিক মন্ত্রী, সংসদের নাম উঠে আসে।

বিজেপির বর্তমান কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রী অনন্ত কুমার এনডিএ সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর আমলে সরকারের কোষাগার থেকে বেআইনীভাবে ১৪৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। শহর ও নগর উন্নয়নের জন্য ২০০৩ সালে শহর উন্নয়ন নিগম (হাডকো) গড়ে তোলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ভিজিলেন্স এবং সিবিআই এই দুর্নীতির তদন্ত করে যে রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেয় তাতে উল্লেখ করা হয় হাডকো ১৪,০০০ কোটি টাকা ঋণ শহর পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য খরচ করে। এক্ষেত্রে নগর উন্নয়নের নামে এক দিনে একটি বেসরকারি সংস্থাকে ৫,৩০০ কোটি

টাকা ঘুষের বিনিময়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনন্ত কুমারের এই আর্থিক জালিয়াতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার অতীতে কোন ব্যবস্থা নেয় নি। অনন্ত কুমারের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী নিডা রাডিয়ার প্রাক্তন স্বামী রাও ধীরাজ সিংহ অভিযোগ করেছে সুইস ব্যাঙ্কে অনন্ত কুমার নিডা রাডিয়ার জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ২০১৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বাঙ্গালুরু পুলিশ অনন্ত কুমারের স্ত্রী তেজস্বিনীর বিরুদ্ধে সর্বেশ্বর বিদ্যাভদ্রক সংস্থার ২৪ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুন জেটলি সুইস ব্যাঙ্কে অনন্ত কুমারের অ্যাকাউন্টের হদিশ পেয়েছে কিনা জানা নেই। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন স্বচ্ছভারত অভিযানে নেমেছেন তখন অনন্ত কুমারের দুর্নীতির জঞ্জাল কি করে তার মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পদে আসীন থাকেন?

পাঠকের কলমে

এ ওয়ান মেট্রোপলিটন সিটির বাজারগুলোর অবস্থা কি?

শ্যামল সাহা, পূর্ব বেহালায় ১২২ নম্বর ওয়ার্ডে আছে সোদপুর বাজার এবং জীবন মোহিনী ঘোষ মার্কেট আর ১১৫ ওয়ার্ড করুণাময়ী বাজার। এই তিনটে বাজার এক কিলোমিটার সারকেলের মধ্যে অবস্থিত প্রতিদিন সকাল বেলায় খুব ভালো বেচাকেনা হয়। এই বাজারগুলোতে সন্ধ্যা বেলায় তুলনামূলক ভাবে একটু কমদামে, মাছ মাংস তরিতরকারি, শাক, পাতা, মুদিখানা, ফলপাকুড়, মিষ্টি, মোয়া, গুড়, খই, চিঁড়ে, মুড়ি সবকিছুই পাওয়া যায়। সেই কারণে ক্রেতা বিক্রেতার ভিড় ভালই হয়। কিন্তু বাজার গুলোর অবস্থা ভীষণ খারাপ, কোনও বাজারেই প্রতিদিন ঝাড়ু পড়ে না পরিষ্কার হয় না আবর্জনা। সব আবর্জনাই বাজার সংলগ্ন অঞ্চলে ফেলা হচ্ছে, নেই পাকা চালা নেই নিকাশি ব্যবস্থা পথঘাট ভাঙাচোরা, কাঁচা, নেই পাইপ জলের ব্যবস্থা, নেই পায়খানা প্রস্রাব করার ব্যবস্থা। যদিও বাজারগুলোয় আছে দীর্ঘ দিনের পরে থাকা একটি করে পায়খানা প্রস্রাব খানা যা ব্যবহারের অযোগ্য পোকামাকড় সাপ ব্যাঙের বাসায় ভরা, দুর্গন্ধযুক্ত। জীবন মোহিনী ঘোষ বাজারে একটি টিউবওয়েল আছে যা মাসের বেশি দিন খারাপ থাকে। সব বাজারে গেটও নেই। যে বাজার গেট আছে সেটা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই এর ফলে গরু ছাগল এবং ভবঘুরেদের ঢোকা অবাধ হয়ে আছে। এই জন্যই ক্রেতা বিক্রেতাদের অসুবিধায় পরতে হয়। বাজারের আবর্জনা প্রতিদিন পরিষ্কার হয় না বলে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই ক্রেতাদের কেনাকাটা করতে হয়। বাজারে পাশের বাসিন্দাদের প্রতিদিন এই দুর্গন্ধ পোকামাকড় যুক্ত পরিবেশকে সঙ্গে নিয়ে পীড়াদায়ক দুর্বিসহ জীবন যাপন করতে হয়। পুরসভা থেকে এই ময়লা পরিষ্কারের জন্য বা প্রতিদিন ঝাড়া দেওয়ার জন্য কোন কর্মী নিয়োগ করা হয় নি, ছড়ানো হয় না ব্লিচিং পাউডার।

কবে ফিরবে সেই সুদিন যেদিন আসবে প্রতিদিন পরিষ্কার হবে আবর্জনা দেওয়া হবে ঝাড়ু, পাকা রাস্তা, পাকা চালা আলের ব্যবস্থা পানীয় জলের ব্যবস্থা, টয়লেটের ব্যবস্থা এ ওয়ান সিটির বাজার–এর অবস্থা হবে এ–ওয়ান।

সাজেশন ২০১৫
বিষয়–গণিত

অঙ্ক নিয়ে টেনশনের কারণ নেই

1) প্রতিটি প্রশ্নের মান 1

i) কোনো দ্রব্য বিক্রি করে 15% ক্ষতি হলে ক্রয় মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কত?

ii) $(K2-4)x2+5x+7=0$ সমীকরণটি K এর কোন মানের জন্য দ্বিঘাত সমীকরণ হবে না।

iii) $ax2+bx+c=0$ সমীকরণে কখন একটি বীজ শূন্য হবে

iv) একটি বই–এর ধার্য্য মূল্য150 টাকা। 10% ছাড় দিলে বইসটির বিক্রয়মূল্য কত হবে।

v) A এর 30% =Bএর40% হলে, A : B কত?

vi) দুই গ্লাস শরবতের প্রথমটিতে চিনি :জল= 3:8 দ্বিতীয়টিতে চিনি : জল=4 :9 হলে কোন শরবত বেশি মিষ্টি।

vii) $\sqrt{3}-2$ বা $3+\sqrt{2}$ এর অনুবন্ধী করণী কত?

viii) $ax2+bx+c$ একটি পূর্ণবর্গ রাশি হলে a,b,c এর মধ্যে সম্পর্ক কী?

ix) $3x-4/7 \le 5$ হলেxএর সর্বোচ্চ মান কত?য়

x) k এর কোন মাপের জন্য $kx + y = 2$ এবং $x + ky = 1$ সহসমীকরণ দুটি অসংজ্ঞাত হবে।

xi) ΔABC এর পরিকেন্দ্র O, A এবং BC কেন্দ্রের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত $\angle BOC = 1200$ হলে $\angle BAC$ –র মান কত?

xii) যদি দুটি বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত 4 : 1 হয় তবে তাদের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?

xiii) $\text{Tan}(\vartheta + 150) = 1$ হলে $\sin\theta = ?$

xiv) $\text{Cosec}^2 700 - \tan^2 200 = ?$

xv) $\text{Sin}^2\theta + \text{Cos}^2\theta + \tan^2\phi = ?$

xvi) 30^0 কোণের পূরক কোণের বৃত্তীয় মান কত?

xvii) $22^0 30'$ কোণের বৃত্তীয় মান কত?

xviii) $\angle A + \angle B = 90^0$ হলে $\text{Sin}^2 A + \text{Sin}^2 B = ?$

xix) একটি সমবাহু ত্রিভুজের মধ্যমার দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, ওই ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

xx) (–7, 0) ও (–12, 0) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব কত?

2) প্রতিটি প্রশ্নের মান– 2

i) কোনো দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতি20% হলে বিক্রয়মূল্যের উপর শতকরা হার নির্ণয় করো।

ii) একটি দেওয়াল ঘড়িতে 5টার ঘন্টা বাজবার সময় 4 সেকেন্ড, 4 বার ঘন্টা বাজতে কত সময় লাগবে।

iii) বিক্রয়মূল্যের উপর20% ক্ষতি হলে ক্রয় মূল্যের উপর ক্ষতির হার কত?

iv) বার্ষিক 4% হার সরল সুদে কত বছরে মূলধন ও সুদের অনুপাত5 : 2 হবে?

v) একজন দোকানদার ধার্যমূল্য ক্রয়মূল্য অপেক্ষা 30% বেশি। যদি সে 10% কমিশনে ক্রেতাকে কোনো দ্রব্য বিক্রি করে তবে তার শতকরা কত টাকা লাভ হবে?

vi) $-1 \le 3x - 4/7 \le 5$ হলে x এর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মান নির্ণয় করো।

vii) $\sqrt{6}+1$, $\sqrt{5}+2$ এবং $2+\sqrt{3}$–এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম কোনটি

viii) একটি লম্ব বৃত্তাকার চোঙের আয়তন ও বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমান হলে, চোঙটির ব্যাসার্ধ কত?

ix) x ও y ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং $x < 2$, $y < 3$ হলে $3x + 4y \ge 6$ অসমীকণের সম্পর্কে ছকটি পূর্ণ করো x/y

x) $\sqrt{5} + \sqrt{3}$ এবং $\sqrt{7}+\sqrt{1}$ এর মধ্যে কোনটি বড়ো?

xi) $x \times y$, $y \times z$, $z \times x$ হলে ভেদ ধ্রুবক তিনটির মধ্যে সম্পর্ক কী?

xiv) x একটি পূর্ণ সংখ্যা হলে $9 \le 4x + 5 \le 21$ হলে x এর বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মান কত?

xv) ΔABC এর অন্তকেন্দ্র 0, $\angle BAC = 70^0$ হলে $\angle BOC$ এর মান কত?

xvi) ABCD বৃহস্থ চতুর্ভূজের AB বাহুকে x বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করা হল। $\angle XBC=82^0$ এবং $\angle ADB = 47^0$ হলে $\angle BAC = ?$

xvii) 3 সেমি, 4 সেমি, 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিব্যাসার্ধ কত?

xviii) দেখাও $10 < 1c$

xx) যদি $\text{Sec}\,\theta = \text{Cosec}\,\phi$ হয় যেখানে θ, ϕ সূক্ষ্মকোণ তাহলে $\text{Cosec}(\theta + \phi)$–এর মান কত?

xxi) $x = p\,\text{cosec}\,\theta$, $y = 9\cot\theta$ হলে θ অপনয়ন করো।

xxii) $\sin 3\theta = 1$ হলে $\cot\theta - \tan 2\theta$ এর মান কত?

xxiii) 50.04^0–কে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে প্রকাশ করো।

পাটিগণিত

a) একপাত্র সরবতে সিরাপ ও জলের অনুপাত5:3 ওই সরবতের কত অংশ তুলে নিয়ে তার পরিবর্তে সম–পরিমান জল ঢাললে নতুন সরবতে অর্ধেক সিরাপ ও অর্ধেক জল থাকবে?

b) দুটি লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের দ্রবণে অ্যাসিডের পরিমান যথাক্রমে 80% ও 60% এই দুটি লঘু অ্যাসিড কী অনুপাতে মেশালে নতুন মিশ্রনে অ্যাসিডের পরিমান 75% হবে।

c) দুই প্রকার গুনমানের মিশ্র চা–এ দার্জিলিং ও আসাম চা–এর অনুপাত যথাক্রমে 2:7 এবং 1:5 এই দুই প্রকার মিশ্র চা কী অনুপাতে মেশালে নতুন গুনমানের মিশ্র চা–এর দার্জিলিং ও আসাম চা–এর অনুপাত1:4 হবে।

d) দুই প্রকার গুড়ো সাবানে সোডা ও সাবান গুঁড়োর অনুপাত যথাক্রমে 2:3 এবং 4:5, যদি প্রথম প্রকারের10 কেজির সঙ্গে দ্বিতীয় প্রকারের18 কেজি মেশানো হয়, তবে নতুন গুড়ো সাবানে কত অংশ সাবান গুড়ো থাকবে?

e) একজন ব্যবসায়ী কোনো জিনিসের উপর 20% হারে বেশি দাম লিখে রাখেন কিন্তু জিনিসটি বিক্রি করার সময় ধার্যমূল্যের উপর 5% ছাড় দেন। ঐ ব্যবসায়ীর প্রকৃতপক্ষে শতকরা কত লাভ হয়?

f) এক চা ব্যবসায়ী 240 টাকা কেজি দরে দার্জিলিং চা–এর সঙ্গে160 টাকা কেজি দরে আসাম চা ব্লেন্ড করে 200 টাকা কেজি দরে ঐ ব্লেন্ড করা চা বিক্রি করে বিক্রি মূল্যের উপর 10% লাভ করলেন। কী অনুপাতে ঐ দুই প্রকার চা ব্লেন্ড করা হয়েছিল।

g) দুটি শাড়ির প্রতেকটি 400 টাকায় বিক্রি করায় একজন তাঁতির একটিতে 20% লাভ এবং অপরটিতে 20% ক্ষতি হল। এতে মোটের ওপর তাঁর তাঁতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল।

h) একজন দোকানদার 1000 টাকায় একটি টি সেট ও একটি সরবত সেট কিনে টি সেটটি 10% লাভে এবং সরবত সেটটি 5% ক্ষতিতে বিক্রয় করায় তাঁর মোটের উপর 4% লাভ হয়। টী সেট ও শরবত সেট দুটির প্রত্যেকটির ক্রয়মূল্য কত?

i) বার্ষিক 4% হার সুদে কত টাকার 2 বছরের সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদের অন্তর 80 টাকা হবে?

j) এক ব্যক্তি বার্ষিক 8% সরল সুদে 40,000 টাকা ঋণ দেন এবং ঠিক এক বছর পর বার্ষিক 10% সরল সুতে আবার 40,000 টাকা ঋণ নেন প্রথম ঋণ নেবার কত বছর পর উভয় ঋণের সুদ সমান হবে?

k) কোনো রাজ্যে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রচারভিযানের মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনা প্রতি বছর তার পূর্ব বছরের তুলনায় 10% হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান বছরে ঐ রাজ্যের যদি 218টি পথ দুর্ঘটনা ঘটে। তবে 3 বছর পূর্বে ঐ রাজ্যের পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা কত ছিল?

l) 6 মাস অন্তর দেয় বার্ষিক 10% চক্রবৃদ্ধি হারে 100000 টাকার 1 বছরের চক্রবৃদ্ধি সুদ নির্ণয় করো।

4) a) গসাগু নির্ণয় করো

i) $8(x^2-4)$, $12(x^3+8)$, $36(x^2-3x-10)$

ii) x^3-16x, $2x^3+9x^2+4$, $4x^3+x^3-28x$

iii) $2a^2-8b^2$, $4a^2+4ab-24b^2$, $2a^2-12ab+16b^2$

b) লসাগু নির্ণয় করো

i) $4(x^2-4)$, $6(x^2-x-2)$, $12(x^2+3a-10)$

ii) $x^2-y^2+z^2+2xz$, $x^2-y^2-z^2+2yz$, $xy+zx+y^2-z^2$

iii) $3x^2-15xy+18$, $2x^2+2x-24$, $4x^2+36x+80$

iv) x^2+2x, $2x^4+3x^3-2x^2$, $2x^3-3x^2-14x$

v) a^3+b^3, $ab^2-ab^2+b^3$, $a^4+a^2b^2+b^4$

5) সমাধান করো

a) i) $2/x+3/y=2$, $5/x+10/y=55/6$

ii) $ax+by=1$, $bx+ay=b/a$

iii) $2x+3/y=1$, $5x-2/y=11/12$

iv) $ax+by=c$, $bx+ay=1+c$

v) $1/x+5/y=21/4$, $x+y/x-y=5/3$

b) i) $x-3/x+3-x+3/x-3+6\ 6/7=0$

ii) $1/a+b+x=1/a+1/b+1/x$

iii) $x+3/x-3+6(x-3/x+3)=5$

iv) $x+1/2+2/x+1=x+1/3+x+1-5/6$

6) সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো :–

a) দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার অংকদ্বয়ের সমষ্টি14। সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্কদ্বয় সমান হয়। সংখ্যাটি নির্ণয় করো।

b) A ও B কোনো একটি কাজ একত্রে 4 দিনে সম্পন্ন করে। আলাদাভাবে একা কাজ করলে A এর যে সময় লাগতো তার চেয়ে B এর 6 দিন বেশি সময় লাগতো। A কত দিনে কাজটি একাকি সম্পন্ন করতে পারবে?

c) কলমের মূল্য প্রতি ডজনে 6 টাকা কমলে 30 টাকায় আরও 3টি বেশি কলম পাওয়া যায়। প্রতি ডজন কলমের মূল্য কত?

d) একটি আয়তকার ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্থের চেয়ে36 মিটার বেশি ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল460 বর্গমিটার হলে, ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।

e) স্রোতের বেগ ঘন্টায় 4 কিলোমিটার। একটি নৌকার স্রোতের অনুকূলে18 কিলোমিটার গিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে 6 কিলোমিটার ফিরে আসতে 3 ঘন্টা সময় লাগে। নৌকার গতিবেগ কত?

7) নীচের অসমীকরণগুলির লেখচিত্র আঁকো এবং সমাধান অঞ্চল নির্দেশ করো :–

i) $x + 4y \le 20$, $x \ge 0$, $y \ge 0$

ii) $y \ge 4$, $x \ge 2$, $2x + y \le 10$.

8) নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:–

a) যদি $ay - bx/c = cx - az/b = bz - cy/a$ হয় তবে প্রমাণ করো$x/a=y/b=z/c$

b) যদি $x/y + z = y/z + x = z/x + y$ হয়, তবে প্রমাণ করো প্রতিটি সংখ্যামালার মান 1/2 অথবা –1 এর সমান হয়।

c) যদি $a:b = b:c$ হয় প্রমাণ করো যে $a^2b^2c^2(1/a^3+1/b^3+1/c^3) = a^3+b^3+c^3$

d) a,b,c,d ক্রমিক সমানুপাতী হলে প্রমাণ করো $(a^2+b^2+c^2)(b^2+c^2+d^2)=(ab+bc+cd)^2$

e) যদি $a+b/b+c = c+d/d+a$ হয়, তবে প্রমাণ করো $c=a$ অথবা $a+b+c+d=0$

f) $x^2:(by+cz)=y^2:(cz+ax)=z^2:(ax+by)=1$ হলে, দেখাও যে, $a/a+x+b/b+y+c/c+z=1$

9) নিচের প্রশ্নগুলি ভেদতত্ত্বের সাহায্যে সমাধান করো:–

i) $a\alpha b$ এবং $b\alpha c$ হলে দেখাও যে, $a^3+b^3+c^3\alpha 3abc$

ii) $x+y\ \alpha\ x-y$ হলে দেখাও যে

a) $x^3+y^3\ \alpha\ x^3-y^3$ (b) $x^2+y^2\ \alpha\ xy$

iii) যদি 5 জন কৃষক12 দিন 10 বিঘা জমির পাট কাটতে পারেন তবে কতজন কৃষক 18 বিগা জমির পাট 9 দিনে কাটতে পারবেন তা ভেদতত্ত্ব প্রয়োগে নির্ণয় করো।

iv) y দুটি সমষ্টির সমান, যার একটি x চলের সঙ্গে সরলভেদে এবং অন্যটি xএর সঙ্গে ব্যস্ত ভেদে আছে, $x=1$ হলে $y=-1$ এবং $x=3$ হলে $y=5$, x ও y এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।

v) একটি কৃষি সমবায় সমিতি একটি ট্রাক্টর ক্রয় করেছে। আগে সমিতির 2,400 বিঘা জমি 25 টি লাঙল দিয়ে চাষ করতে 36 দিন সময় লাগতো। এখন অর্ধেক জমি কেবল ট্র্যাক্টরটি দিয়ে30 দিনে চাষ করা যায়। একটি ট্রাক্টর কয়টি লাঙলের সমান চাষ করে নির্ণয় করো।

10) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :–

i) **সরল করো :** a) $\sqrt{5}/\sqrt{3}+\sqrt{2}-3\sqrt{3}/\sqrt{2}+\sqrt{5}+2\sqrt{2}/3+\sqrt{5}$

b) $4\sqrt{3}/2-\sqrt{2}-30/4\sqrt{3}-\sqrt{18}-\sqrt{18}/3\sqrt{12}$

ii) যদি $a=\sqrt{5}+1/\sqrt{5}-1$ ও $b=\sqrt{5}-1/\sqrt{5}+1$ হয় তবে মান নিণয় করো :– (a)a2+ab+b2/a2–ab+b2

iii) $x=\sqrt{7}+\sqrt{3}/\sqrt{7}-\sqrt{3}$ এবং $xy=1$ হলে দেখাও যেx2xy+y2/x2–xy+y2=12/11

11) উপপাদ্য

a) প্রমাণ করো ব্যাস নয় এরূপ কোনো জ্যা–কে যদি বৃত্তের কেন্দ্রগামী কোনো সরলরেখা সমদ্বিখন্ডিত করে, তাহলে ঐ সরলেখা জ্যা–এর উপর লম্ব হবে।

b) কোনো বৃত্তের একই বৃত্তচাপের উপর অবস্থিত কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোনের দ্বিগুণ প্রমাণ করো।

c) প্রমাণ করো বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলি পরস্পর সম্পূরক।

d) প্রমাণ করো যে কোনো দুটি সদৃশকোনী ত্রিকুজের অনরূপ বাহুগলি সমানুপাতী, বিপরীতক্রমে বাহুগুলি সমানুপাতী হলে ত্রিভুজদুটি সদৃশকোনী হবে।

e) পিথাগোরাসের উপপাদ্য বিবৃত করো ও প্রমাণ করো।

f) বৃত্তের কোনো বিন্দুতে স্পর্শক ও ওই স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধ পরস্পর লম্বভাবে অবস্থিত প্রমাণ করো।

12. উপপাদ্যগুলির প্রয়োগ :

a) প্রমাণ করো যে কোনো বৃত্তের দুটি জ্যা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী হলে তারা সমান হবে।

b) ABC সমবাহু ত্রিভুজটি একটি বৃত্তের অন্তর্লিখিত, BC উপচাপের উপর p যে কোনো একটি বিন্দু, প্রমাণ করো যে PA=PB+PC

c) O কেন্দ্রীয় কোনো বৃত্তের QR একটি জ্যা, Q ও R বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটি পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করে। QM বৃত্তের একটি ব্যাস। প্রমাণ করো যে $\angle QPR=2\angle RQM$

d) প্রমাণ করো যে বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম।

e) A ও B কেন্দ্রীয় দুটি বৃত্ত পরস্পরকে O বিন্দুতে বহিঃস্পর্শ করেছে, O বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত একটি সরলরেখা বৃত্ত দুটিকে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করলে প্রমাণ করো $AP \parallel BQ$

f) ΔABC এর BE ও CF মধ্যমা G বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে এবং EF রেখাংশ AG রেখাংশকে O বিন্দুতে ছেদ করবে। প্রমাণ করো যে AO=3OG

g) PQR একটি ত্রিভুজ যার $\angle Q$ সমকোন। QR এর উপর S যে কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে $PS^2+QR^2=PR^2+QS^2$

h) ΔABC একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ যার $\angle B$ সমকোণ। $\angle BAC$ এর সমদ্বিখন্ডক BC কে D বিন্দুতে ছেদ করে। প্রমাণ করো যে $CD^2=2BD^2$

13. সম্পাদ্য অঙ্কন করো :

a) একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ভূমি7 সেমি ও সংলগ্ন দুটি কোন যথাক্রমে450 ও 600, ঐ ত্রিভুজটির অন্তবৃত্ত অঙ্কন করো।

b) 3 সেমি ও 5.5 সেমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট দুটি বৃত্ত অঙ্কন করো। যাদের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব 8 c.m., ঐ বৃত্ত দুটির একটি সরল সাধারণ স্পর্শক অথবা তির্যক সাধারণ স্পর্শক অঙ্কন করো।

14., 15. পরিমিতি

a) একটি পিরামিডের ভূমি একটি আয়তক্ষেত্র যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে16 সেমি ও 12 সেমি যদি উহার প্রত্যেকটি প্রান্তিকী 26 সেমি হয় তবে আয়তন ও উচ্চতা নির্ণয় করো।

b) একটি সুষম চতুস্থলকের প্রতিটি ধারের দৈর্ঘ্য6 মিটার, উহার সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এবং আয়তন নির্ণয় করো।

c) কোনো লম্ব প্রিজমের ভূমি একটি ত্রিভুজ যার বাহুগুলির অনুপাত 8:15:17 প্রিজমটির উচ্চতা18 সেমি এবং পার্শ্বতলগুলির ক্ষেত্রফল720 বর্গসেমি হলে প্রিজমটির ঘনমান নির্ণয় করো।

d) একটি প্রিজমের ভূমি4 সেমি বাহুবিশিষ্ট সমবাহু ত্রিভুজ। যদি প্রিজমটির ঘনফল $60\sqrt{3}$ ঘনসেমি হয়, তবে উহার উচ্চতা নির্ণয় করো। প্রিজমটির সমগ্রতলের ক্ষেত্রফলও নির্ণয় করো।

মহাদেব মন্ডল, শিক্ষক, রায়নগর ক্ষেত্রনাথ সুনীলবরণ পৌরবিদ্যালয়, দূরভাস: ৯৫৪৭৯২৪৩৬৬

আগামী সপ্তাহে ইংরেজি

কোর্স শেষে ১০০ শতাংশ চাকরির নিশ্চিত সুযোগ

NSHM Udaan SKILLS FOUNDATION

NSHM Group of Institution– এর শাখা NSHM Udaan Skill Foundation হল ম্যানেজমেন্ট ও ভোকেশনাল এডুকেশনের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান। আর্থ–সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া যুব সমাজকে মূল স্রোতে আনা এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই প্রতিষ্ঠানে সমস্ত কোর্স আধুনিক সম্মত। বর্তমান দিনে কাজের বাজারকে কেন্দ্র করে কোর্সগুলি ডিজাইন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে কোর্স শেষে চাকরির জন্য আমাদের Placement cell দ্বারা চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে Banking smart prep, Hospitality, Retail IT, Hardware & Network, Travel & Tourism প্রভৃতি কোর্সের ব্যবস্থা আছে।

কোর্স শেষে কাজের সুযোগ মিলবে– ◆ পার্ক হোটেল ◆ ওবেরয় হোটেল ◆ হিলটন হোটেল ◆ হায়াত ◆ হোটেল লীলা ◆ আইটিসি হোটেল ◆ ক্রাউন প্লাজা ◆ ডমিনোজ পিজা ◆ কাফে কফি ডে ◆ র‍্যাডিসন হোটেল ◆ লে মেরিডিয়ান ◆ কাফে বেকারি ◆ স্পেশালিটি রেস্টুর‍্যান্ট প্রভৃতি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে।

Call us at : 9832538259

ডানা মেলছে নালন্দা শিক্ষা সংসদ

অধুনা বিহারের নালন্দায় সারা পৃথিবীর ছাত্র–ছাত্রীরা আসত পঠন–পাঠন করতে। একইভাবে বাংলার শিক্ষাকে একসূত্রে বাঁধতে চাইছে কাকদ্বীপ নালন্দা শিক্ষা সংসদ।

ছোট ছোট পা ফেলতে ফেলতে ১৫ বছরে পা রাখল নালন্দা শিক্ষা সংসদ। এই দীর্ঘ সময় সূচিতে ৬ হাজারেরও বেশি ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে, আজ তাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠিত। কেউ সরকারি, কেউ বা বেসরকারি সংস্থায় চাকরিরত। বর্তমানে প্রতি বছরই প্রায় ৩০০ জন ছাত্র–ছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেদের নানানভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। মাধ্যমিক থেকে এম ফিল শিক্ষার জগতে এই মুহূর্তে আলোড়ন তুলেছে নালন্দা শিক্ষা সংসদ। কাকদ্বীপের আঙ্গিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এই সংস্থা ছাত্র ছাত্রীদের কাছে বিশ্বাস অর্জন করে তাঁদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছেন সংস্থার কর্ণধার রামকৃষ্ণ পড়ুয়া। রামকৃষ্ণবাবুর লক্ষ্য ১ লক্ষেরও বেশি ছাত্র ছাত্রীকে ডিসট্যান্স এডুকেশন এর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। তাঁর মতে, কাকদ্বীপের আঙ্গিনায় বহু মেধাবী ছাত্র–ছাত্রী নানান কারণে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের একত্রিত করে শিক্ষার আলোয় এনে, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যই তাঁর এই সংস্থা। তাঁর ভাবনার জগতে রয়েছে মহিরূহ গাছের নীবিড় মূল। তার বীজ স্বরূপ কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রী আজ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নানান সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় চাকুরিরত। শিক্ষার এই অঙ্কুরোদগমে প্লাবিত হবে বাংলার শিক্ষা।

নালন্দা রত্ন

দীপক দাস (B.LISC) অনিমেশ মন্ডল (MP) অমলেন্দু প্রামাণিক (B.LISC)

প্রকাশকুমার দলপতি (B.LISC) মিঠুরানী সামন্ত (MA) কন্যাকুমারী করণ (MA)

সুমনা বেরা (B.LISC) শ্যামল কুমার পাত্র (MP) পুলক মন্ডল (B.LISC)

যোগাযোগ করুন : 8536037897 / 8436817548

পিকনিক স্পটেও টপ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সুন্দরবনের খাঁড়ির পাশে স্বমেজাজে রয়্যাল বেঙ্গল

অছিপুরের চৈনিক প্যাগোডা

ডায়মন্ডহারবার গঙ্গার পাশে ব্রিটিশ আমলের ভগ্ন কেল্লা

গ্রিন ভ্যালি : গড়িয়া থেকে জৈনপুরের দিকে ডিঙ্গেলপোতায় এই বাগানবাড়ি। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ – ফোন – ৯৮০৩০৩৮০৫৫০।

অবকাশ : গড়িয়া থেকে হরিনাভি হয়ে হরিহরতলা দিয়ে চম্পাহাটিগামী রাস্তায় সাউথ গড়িয়া। ট্রেনে এলে নামতে হবে চম্পাহাটি। এই সাউথ গড়িয়ায় সুন্দর সাজানো বাগানবাড়ি অবকাশ। সম্পূর্ণ বাড়ি ১০,০০০ টাকা। যোগাযোগ– ৯৮৩১৭১১৩০১।

ইনজি গার্ডেন : দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরের ২ কিমি আগে যোগীবটতলায় এস পিকনিক গার্ডেন। এখানে বাগানবাড়ি, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। আছে ঘরের ব্যবস্থাও ভাড়া ৩০০০ টাকা। সিনেমা সিরিয়ালের শ্যুটিং স্পট (বাগান) ১০,০০০ টাকা, রুম নিলে অতিরিক্ত ২০০০ টাকা, যোগাযোগ – ৯০৫১১৩৫২২১।

নেচার পার্ক : শিয়ালদা বজবজ লাইনের ট্রেনে এসে নামতে হবে বেসব্রিজ। এখান থেকে অটোয় সামান্য পথ নেচারপার্ক, সুসজ্জিত বাগানের সঙ্গে আছে বিশাল জলাশয়। ভাড়া ৫০০, ৮০০, ২০০০ টাকা। যোগাযোগ ০৩৩–২৪৬৯–৫৫৫৫।

হাঁসখালি : ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে ঠাকুরপুকুর বাজার হয়ে বাখরাহাট রোড দিয়ে আরও প্রায় ২–৩ কিমি দূরে হাঁসখালি। এখানে বেশ কয়েকটি ছোটবড় পিকনিক স্পট রয়েছে।

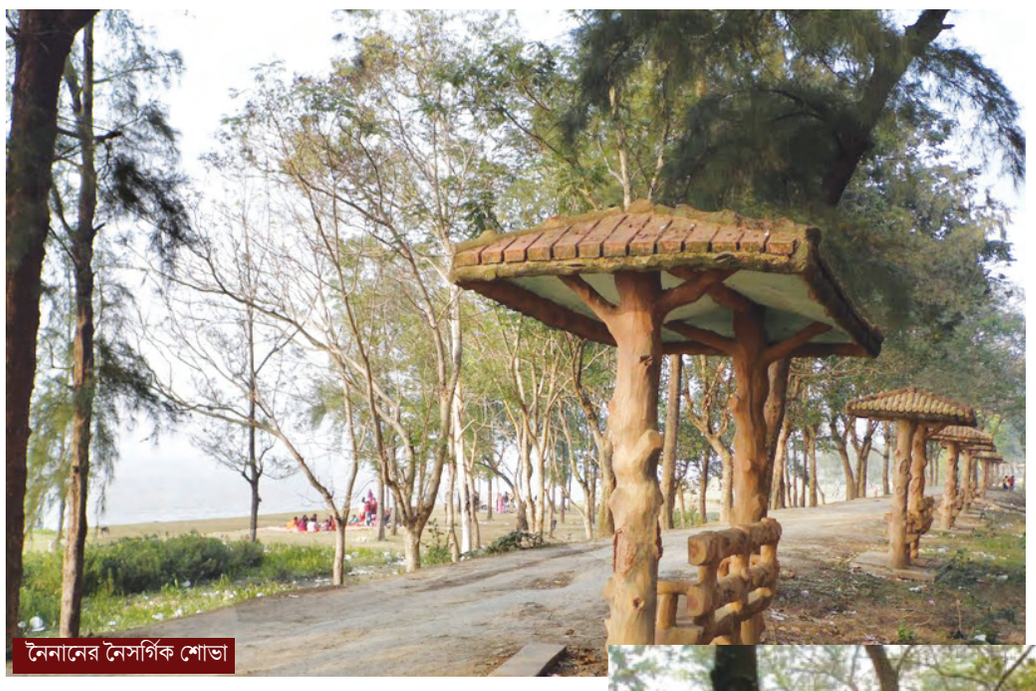
নৈনানের নৈসর্গিক শোভা

পিকনিকে মাতোয়ারা ৮ থেকে ৮০

শহরের খুব কাছে ব্রেসব্রিজ নেচার পার্ক

স্বপ্নভিলা : গ্রিনভিলা থেকে একটু এগিয়ে এই বাগানবাড়ি, ফোন – ৯৩৩১২৭৮৭৮৯, ৯৮৩১০২৪৪৯৬।

সেলিব্রেশন ৩৬৫ বাগানবাড়ি : রাজপুর কালীতলার কাছে জগদ্দলে এই বাগানবাড়িতে বনভোজন ছাড়াও আছে শ্যুটিংয়ের ব্যবস্থা, ফোন –৯৮০৪৩৯২৮১৯, ৯১৪৩৪৬২৭৭৯।

কনক গার্ডেন : জগদ্দলে এই বাগানবাড়ি, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। আছে ঘরের ব্যবস্থাও ভাড়া ৩০০০ টাকা।

ডায়মন্ডহারবার : গঙ্গার তীরের এই পিকনিক স্পটটি প্রায় সকলেরই চেনা স্পট। রয়েছে ইংরেজদের তৈরি কেল্লার ভগ্নাবশেষ। এখানে জেলা পরিষদের পিকনিক স্পট আছে। যোগাযোগ – ০৩১৭৪২৫৫৩৪৬। এছাড়াও এখানে অনেকে গঙ্গার তীরে বিভিন্ন স্থানে পিকনিক করে থাকেন। গেস্ট হাউস ছাড়াও এখানে বেশ কিছু হোটেলও আছে। প্রয়োজনে এদের কাছ থেকে আলাদাভাবে ঘর নেওয়া যায়।

অছিপুর : গঙ্গার তীরবর্তী গাছগাছালির নিবিড় সান্নিধ্যে ভরপুর এই বাগানবাড়িটির পরিচালক পূজালি পুরসভা। তারাতলা থেকে বাস যাচ্ছে অছিপুর। এখানে পিকনিক স্পটে ঘর পাওয়া যায় ৫০০–৬০০ টাকার মধ্যে। যোগাযোগ পুজালি পুরসভা ২৪৮২২২৬০।

ফলতা : এখানেও নদীর ধারে গাছগাছালির ছায়ায় পিকনিকের ব্যবস্থা আছে। পিকনিকের সিজনে নদীর তীর দলে দলে পিকনিক পার্টির আসর বসে। পিকনিকের সঙ্গে নৌকাবিহারও করতে পারেন। দেখে নিতে পারেন প্রাচীন কেল্লাটির ভগ্নাবশেষ। কলকাতা থেকে দূরত্ব ৫১ কিমি।

অনুরূপ দূরত্ব প্রায় এইরকম পরিবেশে নুরপুর আর নৈনান আরও দুটি জনপ্রিয় স্থান।

বকখালি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার একেবারে সীমান্তে এই বকখালি উইক এন্ড পর্যটন কেন্দ্র বলেও পরিচিত। কলকাতা থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে কাকদ্বীপ হয়ে নামখানা ১০৫ কিমি। এখানে পেরতে হবে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী। বাস, গাড়ি পার করার জন্য বার্জের ব্যবস্থা আছে। ওপার থেকে আরও ২৮ কিমি গেলে বকখালি। এখানে বঙ্গোপসাগরের নীল শোভা দেখতে দেখতে ঝাউবনে পিকনিক করেন অনেকে।

এখানে আছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের বকখালি টুরিস্ট লজ (ফোন : ০৩২১০–২২৫২৬০, মোবাইল : ৯৭৩২৫১০১৫০) এছাড়া আছে পশ্চিম বঙ্গ শ্রমকল্যাণ পর্ষদের হলিডে হোম অবসারিকা (ফোন : ০৩৩ ২৩২১৪২৪১)। হোটেল অমরাবতী (৯৭৩২৬১৯৩৪০) প্রসঙ্গত জানাই, বকখালিতে ঘরের ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন অসিত জানার সঙ্গে ৯৯৩২৫৯২৬০৬ নম্বরে।

সুন্দরবন : 'জলে কুমির— ডাঙায় বাঘ' ভয়ঙ্কর সুন্দর কত নামেই না ডাকা হয় এই অরণ্যকে এখানে শুধু একদিনের পিকনিকই নয়, দুই বা তিন দিনের ভ্রমণও হয়। এই পিকনিকের মজা অন্য পিকনিকের থেকে একটু আলাদা। নদীবক্ষে লঞ্চে ভ্রমণ— সুধন্যখালি, ডাবু— গোসাবা— পাখিরালয়—নেতি ধোপানি, সজনেখালি প্রভৃতি স্থানে ঘুরতে ঘুরতে খাওয়া–দাওয়ার আসর। এই আসর বসতে পারে লঞ্চে, আবার প্রয়োজনে রিসর্ট বুকিং করেও করা যায়।

সুন্দরবন নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম (ফোন : ০৩৩–৪৪১২৬৫৯, ২৬৬০/৬১/৬২/৬৫, ২২৪৩৭২৬০। এরা প্যাকেজ করানো ছাড়াও লঞ্চ এবং লজ ভানাও দেয়। এদের লজটি সজনেখালিতে (ফোন : ০৩২১৮–২১৪৯৫০, মোবাইল ৯৭৩২৫০৯৯২৫)। এছাড়াও আছে সুন্দরবন টাইগার সাফারি (৯৮৭৪৪৫৯৬৪৭/৪৮/৪৯) এদের লজ সোনাগাঁওতে। এছাড়া সুন্দরবন প্যাকেজ বা পিকনিক বুকিং করাচ্ছে এলিগ্যান্ট ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস (ফোন : ৯৯০৩৩২৯৭৯৯) এদের লজ সুন্দরী ভিলা সাতজেলিয়াতে। এছাড়া আছে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম (ফোন : ৯৮৭৪৭৮৫৩৩০) প্রভৃতি।

ডায়মন্ডহারবার গঙ্গায় ঢেউ সামলাতে ব্যস্ত তরি

সজনেখালির গা ছমছমে খাঁড়ি

বকখালিতে সূর্যাস্ত

এ সপ্তাহের মুখ

অপরাধ দমনের পাশাপাশি পুলিশগিরির ভিন্ন রূপ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমাজ বিরোধীমূলক কর্মকান্ডে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা বিভিন্ন সময়ে উঠে এসেছে সংবাদের শিরোনামে। রাজীব দাস হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে সুটিয়ায় বরুণ বিশ্বাস হত্যাকান্ড, মধ্যমগ্রাম কান্ড, কামদুনি কান্ড, হাবড়ায় পিতা–পুত্র খুন কান্ড সহ বামুনগাছি সৌরভ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ বারবার নাজেহাল হয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যেমন প্রশ্নের মুখে পড়েছে, তেমনই প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুলিশ অপরাধীদের গ্রেপ্তারও করেছে। আবার সেই পুলিশকেই স্থানীয় ক্লাব বা সামাজিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে সচেতনতা মিছিল, ফুটবল প্রতিযোগিতা বা স্কুল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সংগঠিত করতে দেখা গিয়েছে। পুলিশের এহেন কর্মকান্ড উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জনমানসে পুলিশ সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণায় বদল এনেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় তন্ময় রায়চৌধুরী পুলিশ সুপার পদে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই পুলিশের সঙ্গে জেলাবাসীর পরিচয় ঘটতে শুরু করেছে। দলগত কর্মসূচি ছাড়াও কাজের পরিবেশকে উন্নত করতে জেলা পুলিশের সদর কার্যালয়ের আধুনিকীকরণ, বিজয়ার পর অফিস খুলতেই সব সহকর্মীদের লুচি তরকারি, মিষ্টি খাওয়ানোর মতো ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিতেও দেখা গিয়েছে পুলিশ সুপারকে। পুলিশ সুপারের বা জেলা পুলিশের এহেন ভিন্ন স্বাদের ও রুচিপূর্ণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার থানাগুলিও।

আই সি মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়

এই থানাগুলির মধ্যে অন্যতম হল হাবড়া থানা। যার নেপথ্য নায়ক এই থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক (আই সি) মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে তিনি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মণ্ড হারবার থানা থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া থানায় বদলি হয়ে এসেছেন। মৈনাক বাবুর উদ্যোগে হাবড়া থানার পরিচালনায় নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে চলেছেন হাবড়াবাসী। ডায়মণ্ড হারবারে থাকাকালীন মৈনাকবাবু সংঘটিত করেছিলেন ড্রাগস্ বিরোধী র‍্যালি।

আয়োজন করেছিলেন প্রায় এক মাস ব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের। যার উদ্বোধনে ছিলেন ফুটবলার গৌতম সরকার, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন সহ বিধায়ক দীপক হালদার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার এ এস পি ও অন্যান্যরা। এর আগে বাসন্তী থানায় থাকাকালীন ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এলাকা উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। মৈনাকবাবু ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে এলাকা ঠান্ডা করেন।

সেইমত হাবড়া থানার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকেই অপরাধ দমনের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিষয়ে সচেতন করতে 'কথা কও' নামে একটি সংস্থাকে দিয়ে হাবড়া শহর জুড়ে আয়োজন করেন একাধিক পথ নাটিকার। পালন করা হয় ট্রাফিক নিরাপত্তা সচেতনতা সপ্তাহ। 'চাইল্ড লাইন' নামে একটি সামাজিক সংগঠনকে দিয়ে ১৮ বছরের নিচে শিশু কিশোর কিশোরীদের সামাজিক নিরাপত্তা সহ আইনী সাহায্য সম্পর্কিত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান সঙ্ঘটিত করেন। যার উদ্বোধনে ছিলেন সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এইসঙ্গে এদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল রবীন্দ্র–নজরুল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া হাবড়ার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে 'বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস'–এ মৈনাকবাবুর নেতৃত্বে হাবড়া থানা আয়োজন করেছিল একটি মিছিলেরও। পুজোর আনন্দকে সার্বিকীকরণে কালীপুজোর পরদিন হাবড়া থানায় অনাথ শিশুদের এনে করা হয়েছিল ভাইফোঁটার আয়োজন। বারুইপুর, দমদম, বারাসতের অনাথ আশ্রম থেকে আনা প্রত্যেক শিশুর হাতে হাবড়া থানা পুলিশের পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় নতুন পোষাক। উল্লেখ্য, এই ভাই ফোঁটার দিনেই হাবড়ায় তৈরি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা। হাবড়া থানার পুলিশ অতি দক্ষ হাতে একদিকে যেমন এই সমস্যা সামলেছে, তেমনই অন্যদিকে পালন করেছে এই ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। তাছাড়া হাবড়ার বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে 'শিশু দিবস' পালন করা সহ কাজের পরিবেশকে উন্নত করার জন্য তদ্বির করে পুরসভা, বিধায়ক, সাংসদদের কাছ থেকে টাকা এনে থানার পকিাঠামোগত উন্নয়ন করার কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় বলে স্থানীয় মানুষের অভিমত। থানার পাশেই সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে, নাম ঠিকানা না জেনে অচেনা ব্যক্তিকে বাড়ি ভাড়া না দেওয়া, শিশু শ্রমিক নিয়োগ দন্ডনীয় অপরাধ, বাড়ি ফাঁকা রেখে গেলে থানায় জানান, মদ ও মাদক দ্রব্য প্রত্যাহার করা, কন্যাভ্রূণ হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ, ছাড়াও অল্পবয়সীদের উদ্দেশ্যে সোস্যাল নেটওয়ার্কে অপরিচিতকে 'ফ্রেণ্ড রিকোয়েস্ট' না পাঠানো, কানে ফোন দিয়ে লাইন পারাপার না করা, ভিন রাজ্যে কাজে যাবার আগে খোঁজ নেওয়া, অচেনা কারও সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করা ও খাবার না খাওয়ার মতো প্রায় ২০ দফা আবেদন সম্বলিত হোর্ডিং টাঙানো হয়েছে। এর পাশাপাশি হাবড়া থানার আশ্বাসবাণী, 'আপনার জীবন, সম্পত্তি ও মর্যাদা রাখতে হাবড়া থানা বদ্ধ পরিকর।' যা এককথায়, হাবড়ার মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করেছে ব্যাপকভাবে। তবে এসব কর্মকান্ড প্রসঙ্গে মৈনাক বলেন, ''আমি এই ধরনের কাজ করতে ভালবাসি' বলে প্রতিবেদককে এড়িয়ে যেতে চাইলেও সমগ্র হাবড়াবাসী তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। শুধু হাবড়াবাসীই নয়, হাবড়া থানার সাব ইন্সপেক্টর তথা সেকেন্ড অফিসার শঙ্কর নারায়ণ সাহাও তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। শঙ্করবাবুর মতই হাবড়া থানার অন্যান্য পুলিশকর্মীরাও মৈনাকবাবুর সঙ্গে করতে পেরে খুশি। এমনকি হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকও মৈনাকবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ''পুলিশ এখন অনেক মানবিক হয়েছে, বন্ধু হয়েছে। আর এই কাজে হাবড়া থানার পুলিশ অনেকটা এগিয়ে আছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'হাবড়া থানার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক প্রগাঢ়। এই সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে আমরা উদ্যোগী।' পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরীও মৈনাকবাবুর কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন।

ওঁ

জীবের প্রকৃত স্বরূপ

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

জগতে সকল সৃষ্ট বস্তু তার নিজস্ব ধর্ম আছে। যেমন আগুনের ধর্ম দহন করা আগুনের মধ্যে যা কিছু দেবেন সে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। আগুনের আরও একটি ধর্ম আলো দান।যেখানে আগুন সেখানে উত্তাপ ও আলো আছে। কিন্তু আগুনে জল ঢালতে লাগলে— আগুন, জলকে দগ্ধ করতে পারে না— জলের ধর্ম কোন বস্তুকে আর্দ্র করা। আগুনকে নিভাতে জল দরকার— এটা জলের ধর্ম। জলের অনেক ধর্ম আছে সেটা রসায়ন শাস্ত্রে বিষদ ব্যাখ্যা আছে সেটা এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

এমন ভাবে জগতে যা কিছু চোখের সামনে দেখবেন প্রত্যেক বস্তুর/ব্যক্তির একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। যেমন কুকুরের ধর্ম হল কোনও অপরিচিত লোক দেখলে ঘেউ ঘেউ করা। গৃহকর্তাকে জানানো ও বাড়ি পাহারা দেওয়া এভাবে প্রত্যেকটি জীব জন্তু তাদের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। আর ওই সকল জন্তুরা যখন তার ধর্ম করে না তখন সে প্রভুর কাছে শাস্তি পায়।

এই প্রসঙ্গে আপনাদের একটি গল্প বলি। এক পশুপ্রেমী তার খামারে অনেক রকমের পশু রেখেছিল। কিন্তু তাদের ঠিকমত পেট ভরে খেতে দিত না। তখন ওই পশুরা একদিন একটা সভা করে ঠিক করলো আমরা আমাদের কাজ ঠিকভাবে করবো না। যার যা দায়িত্ব সে তা করবে না।

একদিন ওই পশুপ্রেমীর বাড়িতে চোর ঢুকেছে। চোর ঢুকলে কুকুরের কাজ ঘেউ ঘেউ করে প্রভুকে জাগানো কিন্তু কুকুরটি তার কর্তব্যে অবহেলা করলো। ওই খামারে একটি গাধা ছিল, সে ভাবলো, আমার প্রভুর বাড়িতে চুরি হচ্ছে কুকুরটা ডাকছে না, প্রভুর সব কিছু চুরি হয়ে যাবে আমার প্রভু আমাকে খেতে দেয়, আমার কৃতজ্ঞতা থাকা উচিৎ এই বলে সে চিৎকার করে প্রভুকে জাগাবে বলে। গাধাটা গভীর রাত্রে উচ্চৈস্বরে চিৎকার শুরু করলো। তার চিৎকার শুনে তার প্রভু ঘুম থেকে উঠে একটা বড় লাঠি নিয়ে গাধাটাকে চিৎকার করার জন্য বেজায় প্রহার করলো। কারণ গাধার তার ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম করতে গিয়ে বেজায় শাস্তি পেলো— এখান থেকে বোঝা যায় যার যা ধর্ম তার সেটা পালন করা উচিত নতুবা শাস্তি পাবে। কষ্ট পাবে। সমাজে অনাচার হবে। এই জন্য ভগবান গীতায় বলেছেন— স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ। নিজ ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম ভয়াবহ। সেজন্য জ্ঞানীরা বলেন কুকুরের কাজ কুকুর করেছে। তা কি মানুষের শোভা পায়।

সেবা করা, ভালবাসা, দাসত্ব করা এগুলি হল মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। আপনি দেখুন, আপনি সর্বক্ষণ কাউকে না কাউকে সেবা করছেন, ভালবাসছেন, কারও না কারও দাসত্ব করছেন, আপনাকে কেউ যদি বলে জীবে প্রেম করুন—এটা বলার দরকার নেই, প্রেম করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি, স্বাভাবিক ধর্ম, সূর্যের ধর্ম যেমন আলো ও তাপ দান করা—প্রেম, ভালবাসা, সেবা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। মানব জীবনে জন্ম লগ্ন থেকে প্রেম ধর্ম বর্তমান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কাউকে না কাউকে ভালবাসেই, সেবা করে, দাসত্ব করে। কিন্তু বিনিময়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দুঃখ, ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা পায়। কারন সে তার প্রেম ভালবাসার ধর্ম ঠিক ভাবে পালন করছে না। স্বার্থ বিজড়িত সেবা ও প্রেম—দুঃখের কারণ।

মানুষের প্রকৃত ধর্ম কি সেটা বিপদ আপদের সময় বুঝতে পারা যায়। কোন ব্যক্তি যখন পেটে বা বুকের যন্ত্রণায় কষ্ট পায় তখন সে বাবারে, মারে বলে চিৎকার করে। দেখুন ওই রোগীর বাবা, মা কেহই হয়ত ইহজগতে নেই, তবুও সে বাবারে, মারে বলে চিৎকার করে, কেন? আসলে তখন সে তার আসল পিতা, মাতাকে ডাকছে—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধু চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবীনং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বাৎ মম দেবদেব।।

তুমি আমার পিতা তুমি আমার মাতা, কিন্তু এই আসল পিতা কে— ব্রহ্মা নয়, শিব নয়, কালী নয় ভগবান কৃষ্ণ— স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ।

ভগবান গীতায় বলেছেন,
পিতাহমস্য জগতো মাতা, ধাতা পিতামহ:
বেদং পবিত্রং ওকার ঋক সাম যজুরেব চ।

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা ও পিতামহ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হলেন আমাদের আসল পিতা বিপদ–আপদ, কষ্টের সময় আমরা না জেনে অজ্ঞাতসারে তাঁকে ডাকি, তাঁকে স্মরণ করি। আর্ত হলেই তাকে ডাকি।

শিশু যতক্ষণ তার পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকে ততক্ষণ তার সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে পিতা মাতার শিশুটি যখন বড় হয়ে কৈশোরে বা যৌবনে পা দেয় তখন সে বাবা মার অবাধ্য হলে পদে পদে বিপদ ও দুঃখের সম্মুখীন হয়। পুত্রের ধর্ম পিতা মাতার সেবা করা, প্রজার ধর্ম রাজার মান্যতা স্বীকার করা— রাজার সেবা করা—সন্তুষ্ট করা— তাহলে সে নিরাপদ—যখন সে অবাধ্য তখন কষ্ট পায়। রাজার অবাধ্য হলে রাজার আইন না মানলে প্রজা শাস্তি পায়। আমাদের প্রকৃত স্বভাব হল আমরা ভগবানের নিত্য দাস—তিনি আমাদের পিতা, মাতা বন্ধু ও সখা তাকে ভুলে গিয়ে তখন অন্য বন্ধুকে আশ্রয় করি অন্য কাউকে প্রভু বলে ভাবি তখন দুঃখ এসে হাজির হয়। আমরা স্বরূপতঃ ভগবানের সেবক, নিত্য দাস। কিন্তু আমরা তা ভুলে গিয়ে মানুষের দাসত্ব করছি। শুধু ভগবানকে সেবার কথা ভুলে গিয়ে জীবের উপর প্রেম ভালাবাসা ও সেবার কথা বলছি। মায়া, মোহ, কামনা, বাসনার বশবর্তী হয়ে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান ঢাকা পড়ে গেছে— সূর্য যেমন মেঘে ঢাকা পড়ে তার তেজ দেখা যায় না। সেরূপ কামনা বাসনা, লোভের মেঘ আমাদের সূর্যের মত শুদ্ধ চেতনাকে ঢেকে রেখেছে— আমরা অন্ধকারের মধ্যে মায়ার মধ্যে প্রবেশ করছি— তাই দুঃখ। আমাদের অনিবার্য ভাবে এসে যাচ্ছে।

হৃদয়ের মধ্যে যখনই জ্ঞানের বর্তিকা জ্বলে উঠবে, সেই অন্ধকারনাশী জ্ঞান আপনার হৃদয়কে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যাবে তমসঃ মা জ্যোতির্গময়ঃ আপনার শুদ্ধ চেতনার বিকাশ ঘটবে—তখন বুঝতে পারা যাবে জীবের আসল ধর্ম তার শুদ্ধ চেতনা দিয়ে ভাগবৎ সেবা আর ভগবানকে ভালবাসা এই ভক্তিভরে ভগবৎ সেবার মাধ্যমে যেমন আপনি সুখী হবেন সেই সাথে জগতের সবার কল্যাণ হবে—

কৃষ্ণ সূর্য সম
মায়া অন্ধকার
যাহা কৃষ্ণ তাতে
মায়ার নাহি অধিকার।১০/২১

আদিত্যানামহং বিষ্ণু জ্যোতিষাং রবিরংশুমান
আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু—জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য

আদিত্যের মধ্যে আমি সূর্য নক্ষত্রের মধ্যে আমি চন্দ্র। তাই কৃষ্ণ নামেই মনের অন্ধকার দূর হবে। তাকে সেবা করাটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ও ধর্ম।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।

চারটি যুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চক্রকারে এই সৌরজগতে আবর্তিত হতে থাকে— জ্ঞান ও ভগবৎ উপলব্ধির পন্থা যুগে যুগে আলাদা আলাদা। প্রতিটি যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপট আলাদা তাই আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা ভিন্ন। সত্যযুগে মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। মানুষের আয়ু ছিল লক্ষ বছর। বাল্মিকী ঋষি ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করেছিলেন। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ৫০ বৎসর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর লাভ করেছিলেন এমন বহু ঋষি মুনির কথা পাওয়া যায় যারা কয়েক হাজার বৎসর তপস্যা করে ভগবানের কৃপা লাভ করেছে। সেই যুগে মহামন্ত্র ছিল।

নারায়নপরা বেদা, নারায়নপরাক্ষরা।
নারায়ণ পরা মুক্তি নারায়ণ পরাগতিঃ।।

নারায়ণই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়, নারায়ণই মুক্তি, নারায়ণই স্বর্গাদি গতি লাভের একমাত্র উপায়।

সত্য যুগের পর ত্রেতা যুগ।

এই যুগে মুনি ঋষিরা যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবৎ দর্শন ও উপলব্ধি করতেন। মধ্যপ্রদেশে নৈমিষারণ্যে তৎকালীন যুগের সূত, শৌনকাদি যত মুনি ঋষিরা ছিলেন সেখানে সমবেত হয়ে যজ্ঞ করতেন। নৈমিষারণ্য শৌনকাদি ঋষিরা হাজার বছর ধরে যজ্ঞ করেছেন। ত্রেতা যুগে মানুষের আয়ু ছিল দশ হাজার। এই নৈমিষারণ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ওই সকল ঋষিদের দর্শন দিয়েছিলেন ও তাদের অভিষ্ট বর প্রদান করেছিলেন।ত্রেতায়াং যযতো মখৈ—সেই যুগের মহামন্ত্র ছিল।

রাম নারায়ণান্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব সংসারে হরে বৈকুন্ঠবামন।

সত্য, ত্রেতার পর এল দ্বাপর যুগ। এই যুগে ভগবৎ প্রাপ্তির পদ্ধতি পরিবর্তিত হল। এই যুগে ভগবান স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৃন্দাবনে এবং তিনি তার দিব্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন। সেগুলি ভগবৎগ্রন্থ থেকে জানতে পারি। এই যুগে মহাভারতে যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছিল। এই যুদ্ধেক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার অমৃতময় বাণী অর্জুনের মাধ্যমে মানব সমাজে প্রচার করেছিলেন সে অমঅতময় বাণী কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে গিয়েছিল। গোপ গোপীরা ভগবানের সেবা ও পরিচর্যা করতো। দ্বাপরে পরিচর্যায়াং। পরিচর্যার মাধ্যমে ভগবৎ উপলব্ধি হত।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে বা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন রাম আগে না কৃষ্ণ আগে—এই বিষয়টা আপনাদের পরিষ্কার হওয়া দরকার।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান তিনি অনাদি তিনি অজ, নিত্য। এই সৃষ্টিতে তিনিই হলেন আদি—তার আগে কিছুই ছিল না বেদে সেটা পরিষ্কার বলা আছে—

একো বৈ নারায়ণ আসীন
ন ব্রহ্মা ন ঈশানো
নাপো অগ্নি সবৌ
দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রানি
ন সূর্য।

সৃষ্টির আদিতে একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। ব্রহ্মা ছিলেন না, শিব ছিলেন না, আকাশ পৃথিবী চন্দ্র, সূর্য–নক্ষত্র কিছুই ছিল না। কেবল নারায়ণ ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাম অবতার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মাজী ব্রহ্মসংহিতায় প্রথম শ্লোক বলছেন
ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ
অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব কারণ কারণম্।।

এখানে বলা হয়েছে ভগবান হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি রাম অবতার গ্রহণ করেছিলেন। ভাগবতে বলা হয়েছে অহমেবাসমেবাগ্র/নান্যদ যৎ সদসৎ পরম। পশ্চাদহং যদেতচ্ছ, যোঅবশিষ্যেৎ সোহস্ম্যহম। সৃষ্টির আদিতে আমি, মধ্যে আমি, অন্তে আমি আমার আগে কিছু ছিল না আমার পর কিছু থাকবে না। কৃষ্ণ সবার আগে।

এর পর কলি যুগ এই যুগে আমরা একাধারে অতি ভাগ্যবান—আর একাধারে অতি অভাগা কলি শব্দের অর্থ কলহ, কলুষতা, কলঙ্ক—এই যুগের মানুষ কলহ প্রিয় হবে। কথায় কথায় ঝগড়া করবে। কারও সাথে কারও সুসম্পর্ক থাকা কঠিন। এই যুগে পিতা–পুত্র—স্বামী–স্ত্রী সদা কলহে লিপ্ত থাকবে। তারপর কলুষতা। মনের ভিতর এক বাহিরে অন্য। বাহিরে নীতিকথা বলবে কিন্তু অন্তরে কলুষতায় ভরা থাকবে। এই যুগে কলঙ্কের ভয় থাকবে না। অসৎ কার্য করে সমাজে মাথা উঁচু করে চলবে। চুরি, ডাকাতি, খুন করেও এরাই সমাজে মাথা উঁচু করে চলবে।

কলিযুগে মাতা তার সন্তানকে হত্যা করবে। পুত্র মাতাকে হত্যা করবে। তার জন্য কোন অনুশোচনা থাকবে না। যারা বেশি কলঙ্কিত তারাই হবে সমাজের মাথা। এই হল কলিযুগ। তাই আমরা বড়ই অভাগা— আমরা ভাগ্যবান কেন? এই যুগে ভগবৎ উপলব্ধির পন্থা অতি সহজ। হরি নাম সংকীর্তন।

পাপী তাপি যত ছিল
হরিনামে উদ্ধারিল।

যে কোন অবস্থায় আপনি হরিনাম সংকীর্তন করে নিজেকে কলুষমুক্ত করতে পারবেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলিযুগের পাপীদের উদ্ধারের সহজ পন্থা দিয়ে গেছেন— কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাদ। সেজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলছেন নমো মহাবদ্যান্যয় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে। তিনি অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করেছেন। কোন যুগে এইভাবে অকাতরে কৃষ্ণ প্রেম বিলাবার দৃষ্টান্ত নেই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই মহামন্ত্র এতই পবিত্র যে একে কেহই কলুষিত করতে পারবে না। আপনি অশুচি, অপবিত্র,ও যে কোনও অবস্থায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করুন অমনি আপনি পবিত্র হবেন। এটি দিব্য নাম। মহাপ্রভু জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে এই প্রেম দান করেছেন। নবদ্বীপের কাজী, যবন হরিদাস, পাঠান, বৈষ্ণব— এরা সকলকে হরিনামে শান্তি লাভ করেছেন।

এই নামের ফলে কি হয়? চেতোদর্পন মার্জনম— আপনার চেতনার উপর যে ময়লা পড়েছে আর ফলে আপনি নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পারছেন না। নামের ফলে আপনার চেতনার দর্পন পরিস্কার হবে আপনি নিজের স্বরূপ বুঝতে পারবেন। ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনম্— মনের ভিতর যে কামনা–বাসনার আগুন জ্বলছে আর ওই আগুন আপনাকে দুঃখ দিচ্ছে। নামের ফলে আপনার মনের ভিতরকার আগুন নিভে যাবে। কৃষ্ণ নাম কামনা বাসনার অগ্নি নির্বাপিত করবে। আপনি শান্তি লাভ করবেন।

আনন্দম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃস্বাদনং

এই হরিনাম দিব্য আনন্দ বর্ধনকারী ও তা আমাদের পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন দান করে। তাইতো বলা হয়— কলৌ তদ্ হরি কীর্তনাৎ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

সঠিক সময়ে যুবক পরীক্ষার্থীটি কি পৌঁছতে পেরেছিলেন!

দীপককুমার বড় পণ্ডা

আগে রবিবার ট্রেনে বাসে একটু ফাঁকা থাকত। এখন দু–এক মাস দেখছি ট্রেনে বাসে রবিবারও বেশ ভিড়। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা চলছে। এই যেমন, গেল রবিবার দমদম স্টেশনে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম ডাউন বনগাঁ শিয়ালদা ভিড়ে ঠাসা ট্রেনটা চার নম্বর প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। বহু যুবক–যুবতী ট্রেন থেকে নামলেন। জানলাম, ওঁরা সব ব্যাঙ্কে চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন। এক যুবক আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন, এখান থেকে বাগবাজার কীভাবে যাব? বললাম, এখন একটা ট্রেন আছে, ওটা বাগবাজার যাবে। যুবকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, ওঁর পরীক্ষা নাকি? জিজ্ঞেস করলাম সে কথা। বললেন, হ্যাঁ, বাগবাজারে পরীক্ষা আছে।

যাওয়া আসার পথে পথে

– কখন পৌঁছতে হবে? জানতে চাইলাম।

– সাড়ে আটটা রিপোর্টিং টাইম।

– সাড়ে আটটা!

চমকে উঠলাম। তখন বাজে আটটা তেত্রিশ। ট্রেনটা লেট করছে। আরো লেট করতে পারে। তখনো ঘোষণা করেনি কখন আসবে। খুব চিন্তায় পড়লাম। যুবকটি যাবেন কী করে? জানতে চাইলাম,

– আপনি আগের ট্রেনে আসেননি কেন?

– সকালে ঘুম ভাঙেনি। তাঁর নির্লিপ্ত উত্তর।

– কোথায় থাকেন?

– নোয়াপাড়া। দমদমের পরে নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনের কাছে।

– ইস! আপনি কখন পৌঁছবেন?

– না, চিন্তা করবেন না। সাড়ে আটটা রিপোর্টিং টাইম লেখা থাকলেও, এক ঘন্টা পরে পরীক্ষা শুরু হবে।

আমার সাথী পালদা ওঁর কথায় খুব বিরক্ত হন। জানতে চান,

– কী পড়েছেন?

– বি টেক।

– বি টেক পড়েছেন! পালদা বিস্মিত হন।

পালদা খুব কম কথার মানুষ। তাও বলেন, 'এ কি? এতটা পড়েছেন, এরপরও পরীক্ষার দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেরি হল? এখন বলছেন, সাড়ে আটটা লেখা থাকে, মানে এর কোনো দাম নেই? আপনি তো সব বুঝে গেছেন! চাকরিতে ঢোকার আগেই তো কর্তৃপক্ষের কথা মানছেন না। পরে কী হবে? শুনুন, সময়টাকে মানার চেষ্টা করুন।' পালদা খানিকটা সরে যান। আমাকে ফিসফিস করে বলেন, 'খানিকটা আপসেট লাগছে। তাই এত জ্ঞান দিয়ে ফেললাম। অতটা হয়তো দরকার ছিল না। কিন্তু আমার সন্তান, আমার প্রিয়জনদের সন্তান তাদের সবার মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। ওরাও তো চাকরির পরীক্ষার দিন ঘুমিয়ে পড়তে পারে, ওরাও তো রিপোর্টিং টাইমটাকে গুরুত্ব না দিতে পারে। এতো ছোঁয়াচে রোগ। বি টেক পাশ করা ছেলের এ কি অবস্থা!'

যুবকটি কেমন গুটিয়ে যান। ততক্ষণে গেদে–মাঝেরহাট ট্রেনের ঘোষণা হয়। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হই। ওঁকে নিয়ে উঠে পড়ি ট্রেনে। বলে দিই, টালা স্টেশনের পরে বাগবাজার আসবে। ট্রেন বাগবাজার স্টেশনে ঢুকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওখানে বিবাদিবাগ কৃষ্ণনগর লোকালের সঙ্গে ক্রসিং হয়। সেদিনও ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। খেয়াল হয়, পরীক্ষার্থী যুবকটি ট্রেন থেকে নেমেছেন তো? তাকিয়ে দেখি, যুবকটি ঘুমোচ্ছেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাব। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলি, নেমে যান। এটাই তো বাগবাজার। যুবকটি দ্রুত নেমে যান। প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, একটু কাছে আসবেন। আমার হাতটা ধরার চেষ্টা করেন, করমর্দনের জন্য। যুবকটি বলেন, 'আপনাদের কথা মনে রাখব, আর কোনোদিন দেরি করব না।'

উনি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যান। পালদা বলেন, 'ও কিছু মনে রাখবে না। পরের পরীক্ষাগুলোও দেরি করবে। আমাদের বাঙালিরা বড় বেশি ক্যাজুয়াল। কোনো কাজেই সিরিয়াসনেস নেই।' হয়তো বা পরীক্ষা দিতে দিতেই ক্লান্ত হয়েছে ওরা। সেই ছোট থেকে হপ্তায় হপ্তায় পরীক্ষা দিচ্ছে। চাকরি বা আর ক'টা? ওরাও বা যাবে কোথায়? ট্রেন বাগবাজার ছেড়ে শোভাবাজারের আহিরিটোলার দিকে এগোচ্ছে। চোখে পড়ে, আমাদের কামরাটায় পরীক্ষার্থীতে ভর্তি। তাদের অধিকাংশের কানে মোবাইল ফোনে গান শোনার তার গোঁজা। কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে।কেউবা সিনেমার আলোচনা।কেউ কেউ অবশ্য মুখ গুঁজে শেষবারের মতন পাতা উল্টে নিচ্ছে। কারোর মাথায় সিঁদুরের টিপ। বাড়িতে হয়তো মা লাগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু, এদের সবাইয়ের তো যেকোনো একটা চাকরি দরকার। এদের বাবা–মায়েরা, নিকট আত্মীয়রা পথ চেয়ে বসে আছেন। অনেক কষ্ট হয়েছে এদের পড়াশোনা করতে। কোনো একটা চাকরির ব্যবস্থা হবে তো এদের! আর সেই যুবকটি পরীক্ষা শুরুর আগে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে!

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

পথের আলাপ (উৎসব সংখ্যা ২০১৪) (সম্পাদক—চিরন্তন মুখোপাধ্যায়)—সাদা ফুলের মত পবিত্র প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদের একপ্রান্তে বিশিষ্ট লেখকদের নামের উপস্থিতি কিছুটা বাণিজ্যিক–প্রয়াসের ছোঁয়া এনেছে। ছয় ফর্মার মধ্যে একটি উপন্যাসের ঠাঁই করে নেওয়া খুব সহজ নয়, তাই এই প্রয়াসকে সাহসী বলতেই হয়। চমক–এর উপন্যাস বিন্যাসে সংযত বাক্য বিস্তার প্রশংসনীয়। তবে কাহিনীতে অভিনবত্ব প্রত্যাশিত ছিল। আমাদের চারপাশে রোজ ঘটে যাওয়া আরও একটি রক্তপাতের নমুনা। সেই তুলনায় ছোট গল্পগুলি বলিষ্ঠ। অমর মিত্রের গল্পটির বিষয়বস্তু একেবারে এ সময়ের। ভাস্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটি (অনভিপ্রেত) এক কথায় অসাধারণ। ধর্ষিতা মেয়েটির প্রতি সহমর্মিতা জানাতে কুণ্ঠিত হয় না ধর্ষকের মা, তাকে উঠে দাঁড়ানোর সাহস দেন। এমন মায়েদের আজ বড় প্রয়োজন। কবিতা বিভাগে তরুণ সান্যাল, অরুণ চক্রবর্তী, পিনাকী ঠাকুরদের পাশাপাশি দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবেদন চক্রবর্তী, সেলিমউদ্দিন মণ্ডল, আকাশ রায় প্রমুখেরা ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন। অন্যতম সম্পাদক চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের রম্য রচনাটি উপভোগ্য। ফর্মটি বহু ব্যবহৃত তবু পাঠকদের বিনোদন জোগায়। (পত্রিকার ঠিকানা—১০৫, সার্ভে ভিউ পার্ক, ব্যান্ডেল, হুগলি—৭১২ ১২৩ ফোন 9903594252/9433375258. ই মেল patheralap 2012@gmail.com)

পরিচয় (গল্প–সংগ্রহ) লেখিকা ভারতী ভট্টাচার্য, পাবলিকেশন—সৃজন গ্রাফিকস্, শিলচর। মূল্য ২০০ টাকা) আঠাশটি বড় গল্প দিয়ে গড়া লেখিকার প্রথম গল্প গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও ছাপা নজর কাড়ে। গল্প বলার সহজিয়া ভঙ্গিতে লেখিকা কাহিনীর ভেতরে কখন যে টুক করে ঢুকে পড়েন, তা পাঠকের খেয়াল থাকে না। লেখিকার মুন্সিয়ানার তারিফ করতেই হয়। আরাকু, পরিচয়, পাগলী, মা প্রভৃতি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলির আয়তনের দিকে লেখিকার নজর তেমন তীক্ষ্ণ ছিল না, ফলে কিছু কিছু গল্পে অপ্রয়োজনীয় বা বর্জনীয় অংশ থেকে গিয়েছে, সেগুলির কিছুটা নিরাবেগ সম্পাদনার বোধহয় প্রয়োজন ছিল।

আমাজন থেকে আমার এদেশ (গল্প সংগ্রহ) (লেখিকা ভারতী ভট্টাচার্য, পাবলিকেশন—সৃজন গ্রাফিকস্, শিলচর। মূল্য ২০০ টাকা) লেখিকার তৃতীয় গল্প গ্রন্থটিতে ১৪টি গল্প। ছাপা ও প্রচ্ছদ পরিপাটি। নানান দেশে ঘোরার অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে বেশ কিছু দাগ কাটার মত গল্প উপহার পাওয়া গেল। তবে কয়েকটি রচনা–কে গল্প না বলে ভ্রমণ–নিবন্ধ বলা চলে। আমাজনের বুকে, জলদস্যু, শোষক–শাসক এমনই কয়েকটি নমুনা। তবে গল্পগুলির একটি বিশেষ গুণ, তা কখনই মাটির সঙ্গ ত্যাগ করে না। সাধারণ মানুষ, প্রান্তিক মানুষ, কিংবা অবহেলিত চরিত্রদের নিয়ে মর্মস্পর্শী চিত্র এঁকেছেন লেখিকা।

অণু কবিতার আয়নায় (সুনীতি পোদ্দার–এর অণু কবিতার সংকলন। সহযাত্রী প্রকাশনী, কলকাতা–৯। মূল্য ৮০ টাকা) একমুঠো টাটকা বাতাসের ঝলক এনে দেয় কবি–র এই ষষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি। প্রতিটি কবিতার শেষে লেখার তারিখ দেওয়ার খুব প্রয়োজন ছিল কিনা জানিনা। তাঁর কবিতাগুলিতে প্রকৃতি, মানবিক সম্পর্ক, রোজকার দেখা চালচিত্র সুন্দর ভাবে বারে বারে উঠে এসেছে। লেখিকার ছেলে–র চার বছর বয়সে আঁকা ছবিটি প্রচ্ছদে ব্যবহার করার সিদ্ধান্তকে তারিখ করতেই হয়। ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার।

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারির 'রবি প্রবাহ' উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সেছিল এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। পশ্চিম পুটিয়ারির মাসিক সাহিত্য সভায় যাঁরা নিয়মিত আসেন তাঁরা তো ছিলেনই। সেই সাথে এদিন সাহিত্য সংগঠনের ধাত্রী তথা ৫০ বছর পার করা 'তরুণ দল' ক্লাবের সভাপতি শ্রদ্ধেয় পার্থ দাস, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শ্রী শেখর দত্তও আসরে উপস্থিত হয়ে, মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাকে আরও সমৃদ্ধ করলেন। মঞ্চে এই সাথে আসন গ্রহণ করেন সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন।

বর্তমানে সংগঠনের কর্ণধার তথা আহ্বায়ক সুসাহিত্যিক সুকুমার মন্ডল স্বাগত ভাষণে সকলকে অভিনন্দন জানালেন আসরে যোগদান করার জন্য। এরপর বিশিষ্ট অতিথি পার্থ দাস বললেন, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে বাঙালি জাতির পরিচয় কতটা থাকতো তা বলা কঠিন। অপর বিশিষ্ট অতিথি শ্রী শেখর দত্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথেই বললেন, আজ সামাজিক ভয়াবহতা যে সর্ব্বব্যাপী সুস্থ সংস্কৃতিকে গ্রাস করছে, সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে গেলে রবীন্দ্র–আলোককেই আলোকবর্তিকা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে, তবেই এই অন্ধকার ঘুচবে। সাহিত্য সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত দুই বিশিষ্ট জন তথা ডঃ জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও বিমল মুখোপাধ্যায়ের নাম স্মরণ করলেন।

বর্তমান কর্ণধার সুকুমার মণ্ডল ও সেই সাথে বহু প্রতিভা সমৃদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তি তারাশঙ্কর দত্তকে অভিনন্দন জানালেন সাহিত্য সংগঠনকে যথাযথ নেতৃত্ব দেবার জন্য। এই সাথে অভিনন্দন জানালেন তরুণ দল ক্লাবের সকল সদস্যকে, 'তারুণ্য সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ ও এই সাহিত্য সংগঠনের প্রতি মাসে সভার ব্যবস্থা করার জন্য। রবীন্দ্র প্রতিভা সম্বন্ধে এক কথায় বললেন এ হল এক সূর্য্য, যাকে এক জীবননে জানা যায়না।

এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন বন্দনা দত্ত। পরে আরও রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন মিনু প্রধান, দেবাশীষ মল্লিক (শ্রীমল্লিক শুধুই 'হেমন্ত মুখোপাধ্যায়' কণ্ঠধারী সঙ্গীত শিল্পী নন—'হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত সত্ত্বা' তাঁর হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে রয়েছে, তা তাঁর গানে অনুভব করা যায়।)

এদিন রবীন্দ্র প্রতিভাকে যারা জানান পাঠে, ভাষণে প্রণাম জানালেন তাঁরা হলেন দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তনু মিত্র, লীলা শীল, প্রবীর নন্দী, দীপন সেনগুপ্ত, আরতি দে, সুকুমার মণ্ডল প্রমুখ। জাদুর মাধ্যমে রবীন্দ্র প্রতিভাকে প্রণাম জানালেন জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাদা করে উল্লেখ করতে হয় বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী শ্যামল বিশ্বাসের নাম, যাঁর রবীন্দ্র সঙ্গীত হৃদয়স্পর্শী বললেও কম বলা হয়।

আসর সঞ্চালনা করেন তারাশঙ্কর দত্ত। মোটামুটি সঞ্চালনার মাত্র ঠিক ছিল; শুধু একবার আবেগতাড়িত হয়ে শিল্পী দেবাশিষ মল্লিকের গানে গলা মেলাতে গিয়ে ছন্দপতন ঘটান—এটা না করলেই ভাল হত। অনুষ্ঠান চলে রাত্রি ৯টা পার করে।

সঙ্গীত সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র : ৬ই ডিসেম্বর (১৪) সন্ধ্যায় নাগের বাজার সাতগাছির যোগীপাড়া রোডে ''দমদম সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চের'' মনোরম এক গানের আসরে গিটার বাজান রামমোহন ভট্টাচার্য্য। সঙ্গে পার্কাসন ও তবলা বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী ও তড়িৎ আচার্য্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ সুর, অভীক দাস চৌধুরী, জয়শ্রী সেন, শিবানী মুখার্জী, সোমা পিলসীমা, শিখা চ্যাটার্জী, মৌ চৌধুরী, তৃপ্তি দাস প্রমুখ। সাথে তবলা বাজান সমীর দাস। কবিতা পাঠ করেন অত্রি ভৌমিক, অরুণ ভট্টাচার্য্য ও অরিন্দম দাস। পরিচালনায় ছিলেন সম্পাদক সুজন সেন রায়। সঙ্গীত লহরীর এই মেলবন্ধনে শীতের সন্ধ্যাটি বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। আগামী দিনে আরও ভালো কিছুর আশা রইল।

বিজেপির রক্তদান

মলয় সূর, চন্দননগর : ভারতীয় জনতা পার্টির চন্দননগর মণ্ডল শাখার উদ্যোগে ১৪ ডিসেম্বর চন্দননগর করর্পোরেশনের ৬ নং ওয়ার্ডে নিচুপট্টী রামেশ্বর ঘাট এলাকায় স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন চন্দননগর ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। রক্তদান শিবির উদ্বোধন করেন জেলার সহ–সভাপতি সুবীর নাগ। এতে রক্তদান করেন ৫০ জন। যদিও সূত্রের খবর এই রক্তদান শিবিরটি ৩১ নম্বর ওয়ার্ডে দিনেমার ডাঙায় হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তৃণমলীদের হামলা ও হুমকির আতঙ্কে স্থান পরিবর্তন হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন মন্ডল শাখার সম্পাদক প্রদীপ সমাদ্দার, প্রবীর পাখিরা, সঞ্জয় ঘোষ সহ সভাপতি সুমিত ঘোষ। প্রসঙ্গত, সারা রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে হুগলি জেলাতেও ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের সংগঠন বিস্তার করতে শুরু করেছে। ব্লকস্তরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে হাতিয়ার করা হচ্ছে রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন খেলাধুলাকে।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা
বইমেলা সংখ্যা ২০১৫
প্রকাশিত হবে ৩রা জানুয়ারি জীবনানন্দ সভাগৃহে বিকাল ৫টায়।
যোগাযোগ :
প্রদীপ গুপ্ত
৯০৫১৪৭১০৭৫

শ্রীনি–ধোনি মুক্ত ক্রিকেটের স্বার্থে এখনই নেতা করা হোক কোহলিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনের বছর ক্রিকেট বিশ্বকাপ। তার আগে খুব বেশি আর সময়ে নেই ভারতীয় ক্রিকেট কর্তাদের কাছে। এই মুহূর্তে একজন প্রকৃত নেতার হাতে তুলে দেওয়া উচিত ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বের মুকুট। এর মানে এই নয় যে অধিনায়ক হিসাবে ধোনি ব্যর্থ। বরং ক্যাপ্টেন হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতকে একের পর এক বড় আসরে সাফল্যের স্বাদ এনে দিয়েছেন। যার প্রধানতম সাফল্য হিসেবে ধরা হয় গত বারের বিশ্বকাপ জয়। যা দেশের অগণিত সদস্য–সমর্থকের সামনে সাকার করে দেখিয়েছে ধোনির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া। এছাড়াও ধোনির নেতৃত্বে ভারত জিতেছে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, মিনি ওয়ার্ল্ড কাপ প্রভৃতি টুর্নামেন্ট। সবথেকে বড় কথা ধোনি ক্যাপ্টেন থাকাকালীন ভারতীয় দলে আমদানি হয়েছে এক ঝাঁক তাজা প্রতিভার। যারা এখন টিম ইন্ডিয়ার রীতিমতো অ্যাসেট। অনেকটা সৌরভের আমলে যেমন একের পর এক উঠে এসেছিলেন যুবরাজ সিং, বীরেন্দ্র সেহবাগ, হরভজন সিং, জাহির খানের মতো তারকারা তেমন ধোনির আমলে এসেছে শিখর ধাওয়ান, রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা।

এদের মধ্যে একজন এখন আবার ধোনির পরিবর্তে নেতা হিসেবেও বেজায় সফল। আর এখানেই উঠে আসছে নয়া দাবি যে সময়ে থাকতে থাকতে ধোনির জায়গায় স্থলাভিষিক্ত করা হোক বিরাটকে। অবশ্যই দেশের ক্যাপ্টেন হিসেবে। অজিদের সঙ্গে সিরিজের প্রথম টেস্টে ভারত হারলেও বিরাট কোহলির মনোভাব প্রশংসিত হচ্ছে সারা বিশ্ব জুড়ে। ঘোরতর সমালোচক হিসেবে পরিচিত অস্ট্রেলীয়রাও এই মুহূর্তে কোহলি বন্দনায় মেতে উঠেছেন। তাদের মুখে যে কথা উঠে আসছে যে অনেকটা অজিদের মতোই বুক চিতিয়ে ক্যাপ্টেনশিপ করছেন বিরাট। প্রথম টেস্টে ভারত অল্প ব্যবধানে হারলেও বিরাটের নেতৃত্বে যে লড়াইটা তুলে ধরেছে টিম ইন্ডিয়া তা পুলকিত করছে ক্রিকেট ভক্তদের।

ধোনি থাকলে এধরণের ঝুঁকি নিতেন না বলে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য। তার ফলে হয়তো একটা ম্যাড়মেরে ড্র লক্ষ্য করা যেত। কখনই ভারতীয় ক্রিকেট গরিমা লাভ করত না। তাই হেরেও যেন জিতে গিয়েছেন কোহলি। তার অধিনায়কত্বের এই উদ্ধত মনোভাব গৌরব বাড়িয়েছে ভারতীয়দের। বস্তুত বিরাটের মধ্যে কোথাও যেন খুব মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তার পূর্বসূরী সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সৌরভ ভারতের নেতা থাকাকালীন এইরকম মনোভাবের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শুধু নিজের মধ্যে রাখা নয়। পুরো টিমের মধ্যে এই আগ্রাসী মনোভাব সঞ্চালিত করেছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজহারের আমলে যে রসাতলে তলিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় দল সেই খাদ থেকে ভারতীয় দলকে তুলে ধরে টিম ইন্ডিয়ার আকার দেন সৌরভ। সেই মোড় ঘোরানো শুরু।

তবে ভাগ্য সেভাবে সঙ্গ দেয়নি তাঁর। পরে ধোনি সৌরভের থেকে ক্রিকেট বুদ্ধিতে অনেক পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও ভাগ্যলক্ষ্মীকে সবসময়ে সঙ্গে পেয়েছেন। তবে একথা অনস্বীকার্য ধোনির নেতৃত্বেও এক অদমনীয় মনোভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যার ফলস্বরূপ একের পর এক টুর্নামেন্টে সফল হয়েছে তার দল। যদিও বিরাট কোহলিকে কাছ থেকে দেখার পরে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন যে এর অধিনায়কত্বের ধরণধারণটাই আলাদা। এতটা আক্রমণাত্মক অধিনায়ক ভারত ভূভারতে পায়নি বলেও মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার কিভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারেন কোহলি। কারণ নেতা হিসাবে একটা ম্যাচে বা দুটো ম্যাচে সফল হলে তো চলবে না এই জয়ের রথ জারি রাখতে হবে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে। তবেই সবার কাছে সমানভাবে সমাদৃত হবেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ম্যাচে তাঁর নেতৃত্ব যেমন প্রশংসা পেয়েছে তেমনই আবার সামনে থেকে করা জোড়া শতরানও রীতিমতো আলোচিত হচ্ছে।

একজন অধিনায়ক যখন অভিষেক টেস্টেই এই ধরণের দু–দুটি শতরান করেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে চলে আসেন প্রথম সারিতে। ধোনিও অধিনায়ক থাকাকালীন তাঁর অসামান্য কয়েকটি ইনিংস দিয়ে দলকে জয়ের রাস্তা দেখিয়েছেন। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন বিরাট কোহলি কিন্তু একজন বিশ্বমানের ব্যাটসম্যান। তাই ধোনির থেকে ধারেভারে অনেকটাই এগিয়ে। এই অবস্থায় এখন থেকেই তাঁকে দেশের আগামী অধিনায়ক হিসেবে তুলে ধরা আশু প্রয়োজন। তবেই গিয়ে অস্ট্রেলিয়া–নিউজিল্যান্ডে আগামী বছর আরও একবার কাপ ঘরে তোলা সম্ভব হবে। হয়তো এখনই ধোনিকে সরানো হবেনা। তবে যেভাবে ক্রিকেট দুর্নীতির সঙ্গে পরোক্ষ হলেও ধোনির নাম উঠে এসেছে তাই ভারতীয় ক্রিকেটকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে ধোনি–শ্রীনি মুক্ত ক্রিকেই বেশি দরকার।

গঙ্গাবক্ষে সাঁতার

মলয় সুর

গঙ্গাবক্ষে সাঁতার প্রতিযোগিতা ৫১ বছর পড়ল। হুগলির শ্রীরামপুর চাতরা সুইমিং ক্লাব আয়োজনে ১৪ ডিসেম্বর (রবিবার) দুপুরে বৈদ্যবাটির বিখ্যাত নিমাই তীর্থঘাট থেকে শ্রীরামপুর চাতরা গৌরহরি ঘাট পর্যন্ত ৬ কিমি এই প্রতিযোগিতা হয়। গঙ্গার জোয়ার–ভাঁটার জন্য গতবারের থেকে ১ কিমি কম হয়। ক্লাবের সম্পাদক রিতজিৎ ঘোষ বলেন, এতে পুরুষ ও মহিলাসহ ২৭ জন প্রতিযোগী থাকে। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত চাতরা সুইমিং ক্লাব এক সময় এখান থেকেই বাংলা ও ভারতের দিকপাল সাঁতারুরা উঠে এসেছেন। এঁরা হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মহিলা সাঁতারু বুলা চৌধুরী, ইলা পাল এছাড়া পরমেশ দাস, প্রভাত ভট্টাচার্য্য, মানস বোস, রনিত ব্যানার্জী, দুলাল কুন্ডু, সূর্যাঙ্ক ঘোষ প্রমুখরা। এদিন ছেলেদের বিভাগে প্রথম হন কালীচরণ মাহাতো (সময় ১৯.৪৩ সেকেন্ড) দ্বিতীয় রাজদীপ পোদ্দার (২০ মিনিট) তৃতীয় ইন্দ্রজিৎ দাস (২৬.১৬ মিনিট) দ্বিতীয় অনিন্দিতা মাইতি (সময় ২২.২৬ মিনিট) তৃতীয় তানিশকা জোত (২২.১১ মিনিট) তিয়াশা মন্ডল এর কিছুদিন আগে মহারাষ্ট্রে কোলবাতে ইন্ডিয়ান নেভি সংস্থার উদ্যোগে আরব সাগরে দূরপাল্লার সন্তরন প্রতিযোগিতায় সপ্তম স্থান পান। বাংলা থেকে একমাত্র তিয়াশা চান্স পায়। চলতি মরসুমে সে ভালো ফর্মে রয়েছে। সে চুঁচুড়া বালিকা শিক্ষামন্দির স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী। এদিন পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রামানুজ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সান্যাল, জেলা সাঁতার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অরুণ পাঁজা।

কচিকাঁচায় মাতল বার্ষিক ক্রীড়া

বৈশালী সাহা, হাওড়া

জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে রোদ ঝলমলে প্রভাতে প্রাণোচ্ছল কচিকাঁচাদের ক্রীড়া শৈলী প্রদর্শন, ক্রীড়া জ্যোতি প্রজ্জ্বলন ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় ৩৪ তম বার্ষিক জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে ও সহায়তায় এবং হাওড়া জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের আয়োজনে ১২ ডিসেম্বর হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে ২২৪ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। জেলার ২১১১টি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে অঞ্চল, চক্র মহকুমা ও জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় ১৪ জন ছাত্র ও ১৪ জন ছাত্রী সহ ২৮ জন প্রতিযোগী আগামী দিনে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ১৪টি বিষয়ের মধ্যে ছিল দৌড়, ভল্ট, ডাম্বেল প্রভৃতি।

জেলা সাংসদ আধিকারিক বুদ্ধদেব দাস জানান ৮৪ জন ছাত্র–ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার পদক ও শংসাপত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি করবী ধূল, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব রত্না বাগচী, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) সঞ্জয় বসু ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিযোগিতা হলেও পৌষের কাছাকাছি এদিনের রোদমাখা প্রতিভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে সঙ্গীত। কিশলয় বিভাগের নাচ, আবৃত্তি সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপভোক্তা করেন গ্যালারিতে উপস্থিত অভিভাবকবৃন্দ।

সাগরে জমজমাট ফুটবল

মেহেবুব গাজি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা : চতুর্দিকে নদী বেষ্টিত সাগর ব্লকে মৃত্যুঞ্জয়নগর বিশালাক্ষী মিলন পরিষদের পরিচালনায় ৩২ বর্ষ পদার্পনে তিনদিন ব্যাপী চির ঐতিহ্যবাহী ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিতা মাইতি। অসুস্থতার কারণে উপস্থিত না থাকলেও শুভেচ্ছা বার্তা দেন বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অপূর্ব রঞ্জন গিরি, গ্রাম প্রধান বিপিন পড়ুয়া, প্রাক্তন গ্রাম প্রধান সুশান্ত কুমার মন্ডল, টুর্নামেন্ট কমিটির যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় দ্বিজেন গোল ও ভরত চন্দ্র মন্ডল উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে ফুটবলের মানোন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। সুন্দরবন এলাকার অতি সুপ্রাচীন এই ফুটবল প্রতিযোগিতাটি ১৯ ডিসেম্বর থেকে বিশালাক্ষী ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কানাইলাল স্মৃতি ও ধসপাড়া সুমতিনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে উত্তেজনাপূর্ণ ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য দ্বীপভূমির প্রত্যন্ত এলাকায় উৎসাহ তুঙ্গে। উল্লেখ্য, গত বছর চ্যাম্পিয়ন হয় মৃত্যুঞ্জয়নগর বিশালাক্ষী মিলন পরিষদ তারা টাই–বেকারে ২–১ গোলে হারায় নামখানা নারায়ণপুর নব রত্ন ক্লাবকে। আরো উল্লেখ্য ৩৩ বৎসর আগে বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী ও ফুটবল প্রেমিক অশোক কুমার মন্ডল সাগর ব্লকের কয়লাপাড়া এসডি উচ্চ–মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অবিভক্ত ডায়মন্ড হারবার মহকুমায় সর্বপ্রথম এক দিনের ফুটবল প্রতিযোগিতার উল্লেখ করেছিলেন।

মনের খেয়াল

আকাশ ঠাকুর, তৃতীয় শ্রেণী, মাউন্ট লিটেরা জি স্কুল

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা ***JPEG*** ফরম্যাটে

জেনে রেখো

দেশভক্ত বিনয়কুমার সরকার, জন্ম : ২৬ ডিসেম্বর, ১৮৮৭

শিক্ষাব্রতী ও সুপণ্ডিত সাহিত্যিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৬) তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তিনি 'বর্তমান জগৎ', 'ক্রিয়েটিভ্ ইন্ডিয়া' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বিনয়কুমার সরকারের বৈঠকে বহু জ্ঞানী–গুণী ও পণ্ডিত–সমাগম হত। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে বিনয়কুমার একটি নতুন বাতায়ন খুলে দিয়েছেন।

বিপ্লবী নায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, মৃত্যু : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬১

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তর দলের পুরোধা ছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯২৫–এ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের প্রণেতা, তন্মধ্যে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বইগুলি বিশেষ মূল্যবান।

দেশভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র, জন্ম : ২২ ডিসেম্বর, ১৮৮৮

বিপ্লবী যুগান্তর দলের অন্যতম নেতা রূপে সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র নাম সুবিদিত। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে প্রবেশ করেন। সুভাষচন্দ্রেরও তিনি ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বহুবার কারাবাসের মধ্যে একবার তিনি প্রতিবাদস্বরূপ দীর্ঘদিন অনশন করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইনসভার সদস্য হয়ে তিনি তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

দেশভক্ত সুরেন্দ্রমোহন সাহা, মৃত্যু : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৫

কৈশোরে বন্যাদুর্গত আর্ত মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। বিপ্লবী পূর্ণ দাসের দলে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারাবরণ করেন। এই মামলায় সরকার পক্ষের মামলাসংক্রান্ত ডায়েরিটি পুলিশ ইন্সপেক্টর অশ্বিনীবাবুর বাড়ি থেকে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চুরি করে আনেন তিনি। মামলা টেকে না। বিপ্লবীরা খালাস পান।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, মৃত্যু : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৯

ছাত্রাবস্থায় এই একাগ্রচিত্ত কর্মনিষ্ঠ ছাত্রটির উপর চোখ পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের। চলে আসেন বেঙ্গল কেমিক্যালের গবেষণাগারে। এখানে সঙ্গী পেলেন রাজশেখর বসুকে। পরে গান্ধিজীর সান্নিধ্যে আসেন। শেষ জীবনে বাজাজ পুরস্কার ও কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি লিট লাভ করেন।

ধাঁধা পাঠাও

মজার মজার ধাঁধা তৈরি করে পাঠিয়ে দাও মনের খেয়াল বিভাগে। সঙ্গে নাম লিখতে ভুলো না।

আঁকতে আঁকতে ম্যাজিক

অরুণ ব্যানার্জীর সংগ্রহ থেকে

মজার জাদু গল্প

জাদুকর শৈলেশ্বর

জাদু রত্নাকর এ সি সরকার (অতুলচন্দ্র সরকার) ছিলেন জাদুসম্রাট পি সি সরকারের ছোট ভাই।

দুধর্ষ মঞ্চ শিল্পী ছিলেন। নতুন নতুন কেলার উদ্ভাবক ছিলেন। প্রদর্শনী ভঙ্গীও অতি মনোরম। তাছাড়া ম্যাজিকের ওপর ছড়া, গল্প ছাড়াও অনেকগুলো ম্যাজিকের বইও লিখে গেছেন।

এই জাদুকর এ সি সরকারকে নিয়ে সুন্দর একটা গল্প আছে। জাদুকর একটা গীটার মঞ্চে নিয়ে এসে বাজালেন। এরপর গীটারের বাক্সোয় গীটারটা রেখে দিয়ে বাক্সের তলায় একটা গ্লাস ধরে কলের মুখটা খুলতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তরল রঙিন জল। সেই ভর্তি তরলটা জাদুকর এক চুমুকে খেয়ে নিলেন। শেষে বাক্স খুলে দেখালেন, গীটারটা অদৃশ্য! সেটা তরল হয়ে জাদুকরের পেটে চলে গেছে। তারপর!!

জাদু রত্নাকর একটা আস্ত গীটার 'তরল করে' গিলে ফেলেছেন। গুজবে সেটাই পরিণত হয় যে জাদুকর এ সি সরকার আস্ত গীটারই গিলে ফেলেছেন।

ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গেলে ধান ভানে, তেমনি গীটার তরল হয়ে তাঁর পেটে গিয়েও বাজতে শুরু করলো।

অনেকেরই জানা নেই, এই জাদুকর এ সি সরকার গলা, নাক ও হাতের বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে সত্যিই সুন্দর গীটার বাজাতেন। না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। এতো অদ্ভুত যে, মনে হতো উনি সত্যিই কী কণ্ঠ দিয়ে গীটার বাজাচ্ছেন। তাই জাদুকর এ সি সরকারকে ''গীটার কণ্ঠ জাদুকর'' বলা হয়।

তাই বিখ্যাত কবি সুনির্মল বসু জাদু রত্নাকরকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন—

''সাবাস এ সি সরকার ভাই/করলে বাজীমাৎ/তুর্কী–নাচন নাচিয়ে সবায়/করলে কুপোকাত/গলায় বাজাও গীটার সানাই/হরেক জাদু তোমার জানাই।/অসম্ভবের ভোলকি তোমার/দেখালে নির্ঘাৎ/দেশ–বিদেশের গুণীর সভার/'চক্ষু চরক' করলে সবার/ইয়োরোপের তামাম জনে/ধরালে মৌ–তাত/বিশ্বয়েতে বিশ্ব মাতাও/কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ।।''

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭ব১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।